বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে

ডা. জাকির নায়েক ঃ আলহামদুলিল্লাহ্ সম্মানিত এডভোকেট হেজী এডভোকেট হিনগোবেন, এবং সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ (আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, দয়া ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)। অদ্যকার এই শুভ সকালের আলোচনার বিষয় হল "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব"। ভ্রাতৃত্ব নানা ধরনের রয়েছে। যেমন- রক্তের সম্পর্কের দ্বারা ভ্রাতৃত্ব, আঞ্চলিকতার দ্বারা ভ্রাতৃত্ব, এমনকি বর্ণ, বংশ কিংবা গোত্র ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের দ্বারা ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধরনের ভ্রাতৃত্ব হল সংক্ষিপ্ত ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ইহা (ইসলাম) বিশ্বাস করে না যে, মানবকুলকে বিভিন্ন বর্ণ বা নানা স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং আমি আমার এই আলোচনায় পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুরু করছি। যাতে "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব" এর ইসলামী প্রত্যয় সর্বোত্তমভাবে বিবৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, "হে মানুষ জাতি, আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।"

সূরা হুজরাত : আয়াত-১৩

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'হে মানব সন্তানরা, আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।'- অর্থাৎ সমগ্র মানুষের বংশ এক জোড়া মানবকুল- সবার পূর্ব পিতা এক এবং আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছেন, এর ফলে তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। এ জন্য নয় যে, তারা পরস্পরকে অবজ্ঞা, ঘৃণা করবে এবং নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ এর দৃষ্টিতে, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 'লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, গাত্রবর্ণ কিংবা সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে 'তাকওয়া'-এর উপর। অর্থাৎ স্রষ্টার অনুভূতি, ধার্মিকতা, তথা ন্যায়নিষ্ঠতা। কোন লোক- যে ন্যায়নিষ্ঠ, যে অত্যন্ত ধার্মিক, যে স্রষ্টার অনুভূতিসম্পন্ন- সে আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদাবান এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত।

আল কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, 'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' সূরা রূম ঃ আয়াত-২২

আল কুরআনে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ নানা ধরনের ভাষা ও নানা প্রকার রং সৃষ্টি করেছেন। কালো, সাদা, বাদামী, হলুদ–বিভিন্ন বর্ণের মানুষ– সবই তাঁর নিদর্শন। ভাষা ও বর্ণের এই যে বৈচিত্র্য–তা তাদের পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টির জন্য নয়। কেননা পৃথিবীতে আপনি যত ভাষা দেখছেন সবই সুন্দরতম ভাষা। যদি তা আপনার কাছে নতুন হয়, বা সেই ভাষা আপনি আগে কোনদিন না শুনে থাকেন, তবে তা অদ্ভুত ও কৌতুককর মনে হবে। কিন্তু যে সব ব্যক্তি এ ভাষায় কথা বলছে তার নিকট তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষা। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা একে অপরকে বুঝে ও চিনে নিতে পারো।

আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ـ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্) আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০

আল্লাহ্ তা'আলা একথা ঘোষণা করেননি যে, তিনি কেবল আরব বা আমেরিকান অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা গোষ্ঠীকে সম্মানিত করেছেন; বরং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সকল সন্তানকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে সম্মানিত করেছেন। আর আরও অনেক বিশ্বাস আছে, ধর্ম আছে যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ একটি একক জোড়া থেকে উৎসারিত– তা হল আদম ও ইভ (হাওয়া)– তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু এমন আরও বিশ্বাস আছে যারা বলে যে, এটা (মানব সৃষ্টি) একজন নারী– ইভ (তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন) এর পাপের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ মানবকুলের জন্ম হয়েছে পাপের মধ্যে এবং তারা এই অপবাদ ও দোষ কেবল নারী তথা ইভের উপর আরোপ করে যে, তার কারণেই মানুষ এই পৃথিবীতে আগমন হয়েছে। বস্তুত: পবিত্র কুরআনে আদম ও ইভের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বিবৃত করেছেন। কিন্তু সকল স্থানের এই বিষয়ের দোষ আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উভয়ের উপর সমানভাবে দেখানো হয়েছে।

আর আপনি যদি সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-১৯-২৭ এ দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে, 'আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক), তাদেরকে অসংখ্য বার এভাবে ডাকা হয়েছে, 'আর কুরআন বলছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহকে অমান্য করেছে... 'আল্লাহপরাক্রমশালী– তারা উভয়ে অনুতপ্ত এবং তাদের উভয়কেই মাপ করা হয়েছে।'

তারা উভয়ে একত্রে ভুলের জন্য অভিযুক্ত। আল কুরআনে এমন একটি একক আয়াতও নেই যেখানে কেবল এককভাবে এ জন্য ইভকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) দোষারোপ করা হয়েছে। বরং পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ অর্থাৎ, 'আদম (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করলো।' ২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২১

কিন্তু আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন, পাবেন যে, তাদের উভয়কেই আল্লাহকে অমান্য করার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে, তারা উভয়েই অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাদের উভয়কেই মাপ করা হয়েছে।

আর কতিপয় ব্যক্তির বিশ্বাস এমন যে, তারা বলেন, 'যেহেতু ইভ আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করেছে, সেহেতু তিনিই মানব জাতির পাপের জন্য দায়ী।' – ইসলাম এ বিশ্বাসের সাথে একমত নয়। তারা আরোও বলে যে, 'আল্লাহ নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, নারীর এ জন্য গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা ভোগ করবে।' –অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তির মতে গর্ভধারণ হল এক জাতীয় অভিশাপ-এ কথার সাথে ইসলাম মোটেও একমত পোষণ করে না।

আর ক্বারী পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবী কর এবং ভয় কর গর্ভের বিষয়াদি তথা আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে।' ৪-সূরা নিসা : আয়াত-১

ইসলামে 'গর্ভাবস্থা' নারীর মর্যাদাহানীর কারণ নেই বরং এটি নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পবিত্র কুরআনে আরোও ঘোষণা করা হয়েছে,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ـ

অর্থাৎ 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়।' (৩১-সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

অর্থাৎ আর আমি 'মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে'। ৪৬-সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫

গর্ভধারণ নারীকে সম্মানিত করেছে, এটি তার কোন মর্যাদাহানি করেনি। আর ইসলামে নর ও নারী উভয়ই সমান।

পবিত্র হাদিসের ভাষ্য মতে, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, খণ্ড-৮, কিতাবুল 'আদাব', পরিচ্ছদ-২, হাদীস-২,

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই পৃথিবীতে কে আমার কাছে সর্বাধিক ভালোবাসা ও সাহচর্য/সঙ্গ পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তারপর কে'? মহানবী (সা) বললেন, 'তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কে?' নবী (সা) তৃতীয়বারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তোমার মা'। লোকটি এরপর জানতে চাইলো, 'তারপর কে?' তখন মহানবী (সা) বললেন, 'তোমার পিতা'।

পিতার চাইতে মাতা তিন গুণ বেশি ভালবাসা ও সাহচর্য পাবে

সুতরাং, সন্তানের ভালোবাসা ও সাহচর্যের ৭৫% বা চার ভাগের তিন ভাগ তার মার জন্য, বাকী ২৫% বা চার ভাগের এক ভাগ ভালোবাসা ও সাহচর্য যাবে পিতার জন্য। সংক্ষেপে, মা পাবে স্বর্ণপদক, রৌপ্য পদক ও ব্রো পদক তিনটি। আর পিতাকে কেবল সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়েই তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু সমতা মানে সর্বোতভাবে একরূপ নয়

ইসলাম পুরুষ ও নারীর মর্যাদা সমান কিন্তু 'সমতা' অর্থ হুবহু অনুরূপ (identicality) নয়। এ বিষয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে। বিশেষত: যখন ইসলামে নারীর বিষয়ে আলোচনা হয়। বহু মুসলিম ও অমুসলিমের এ বিষয়ে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যা নির্ভযোগ্য উৎস অনুধাবন তথা কুরআন ও সহীহ হাদীস সঠিকভাবে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

আমি যা পূর্বে উল্লেখ করেছি, নর ও নারী সামগ্রিকভাবে সমান। কিন্তু সমতা (equality) অর্থ হুবহু অনুরূপ (identicality) নয়। আমি একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। মনে করুন, কোন এক শ্রেণীতে দু'জন ছাত্র ক ও খ। তারা দু'জনই প্রথম হয়েছে। দু'জনই পরীক্ষায় ১০০ তে ৮০ নম্বর পেয়েছে। যদি আপনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, দেখা যাবে তাতে মোট ১০টি প্রশ্ন রয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০। ১ম প্রশ্নের উত্তরে ক পেল ১০ এর মধ্যে ৯, অপরদিকে খ পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৭। সুতরাংপ্রথম প্রশ্নের উত্তরে খ এর তুলনায় ক সামান্য অগ্রগামী। আবার ২য় প্রশ্নের উত্তরে খ ১০ এর মধ্যে ৯ পেল, আর ক পেল ১০ এর মধ্যে ৭। সুতরাং ২য় প্রশ্নের ক্ষেত্রে– ক এর চেয়ে খ সামান্য অগ্রগামী। বাকী ৮টি প্রশ্নের উত্তরে ক ও খ উভয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নে ১০ এর মধ্যে ৮ করে পেয়েছে। সুতরাং উভয় ছাত্রের সকল প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ১০০ তে ৮০। সুতরাং সার্বিক মূল্যায়নে ক ও খ উভয় ছাত্রই সমান। কিন্তু বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে খ এর তুলনায় ক সামান্য অগ্রগামী। আবার কিছু প্রশ্নের উত্তরে ক এর চেয়ে খ কিছু মাত্রায় এগিয়ে। কিন্তু সর্বোপরি উভয়ে সমান।

অনুরূপভাবে, ইসলামে নর ও নারী সমান। ইসলামে 'ভ্রাতৃত্ব' বলতে এটি বোঝানো হয় না যে, কেবল (নারী ও পুরুষ) উভয় লিঙ্গই সমান। বরং ইসলামে 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বলতে বুঝায় যে, বর্ণ, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় গোত্রের পাশাপাশি লিঙ্গের ভিত্তিতেও সবাই সমান। নর ও নারী ইসলামে সমান। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে পুরুষ কিছু মাত্রায় সুবিধাভোগী, অপর দিকে কতিপয় ক্ষেত্রে নারীরা কিছু মাত্রায় সুবিধাভোগী, কিন্তু সামগ্রিক অর্থে উভয়ে সমান। যেমন, যদি আমার ঘরে একজন ডাকাত প্রবেশ করে, তখন আমি বলবো না যে, 'আমি নারী অধিকারে বিশ্বাস করি' ... 'আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, ... সুতরাং আমার বোন, আমার স্ত্রী, আমার মার উচিত এগিয়ে গিয়ে ডাকাতের মুকাবিলা করা।' কেননা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের চেয়ে বেশি শক্তি দান করেছেন' (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

অর্থাৎ নারীর তুলনায় দৈহিক শক্তি পুরুষের বেশি। সুতরাং দৈহিক শক্তি সামর্থ্য যেখানে বিবেচ্য, পুরুষ সেখানে অনেকটা সুবিধাভোগী। তাই তাদেরকে অধিক শক্তি দেয়া হয়েছে সেহেতু মহিলাদেরকে রক্ষার দায়িত্ব পুরুষেরই। এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সুবিধা দেয়া হয়েছে।

আবার স্নেহ, মমতা ও সাহচর্য যখন বিবেচ্য, যখন সন্তান পিতা-মাতাকে তা প্রদান করে তখন মহিলাদেরকে কিছু মাত্রায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

আমি পূর্বেই বলেছি। মাতা-পিতার তুলনায় তিন গুণ শ্রদ্ধা ও সাহচর্য পাওয়ার যোগ্য। এখানে মহিলাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, ইসলামে নর ও নারী সমান। আরও

সবিস্তারে জানার জন্য আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন, যেখানে "ইসলামে নারী অধিকার আধুনিক বা হালনাগাদ" বিষয়ে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছি। প্রথম পর্বে রয়েছে বক্তৃতা ও বিবরণ, আর দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সেখানে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে এবং মানুষের মনে এ বিষয়ে নানা ধরনের যত ভুল ধারণা রয়েছে তাও দূরীভূত হয়েছে এবং এই আলোচনায় আমি "ইসলামে নারীর অধিকার" বিষয়টিকে ৬টি বৃহৎ শিরোনামে ভাগ করেছি– যথা (ক) ঐশ্বরিক, (খ) অর্থনৈতিক (গ) সামাজিক, (ঘ) আইনী, (ঙ) শিক্ষার ও (চ) রাজনৈতিক এবং আমি সেখানে বর্ণনা করেছি যে, সর্বোতভাবে নর ও নারী উভয়ই সমান।

ইসলামে 'সর্বশক্তিমান প্রভু' 'পরমেশ্বর' 'আল্লাহ' প্রত্যয়টি এমন নয়, সর্বশক্তিমান প্রভু, ... আল্লাহ কেবল কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেবতা নয়। বরং কুরআনে বলা হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমস্ত প্রশংসা সারাবিশ্বের প্রভুর জন্য।" (সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত-২) প্রশংসা সারাবিশ্বের প্রভুর জন্য।' পরাশক্তিমান প্রভুকে ডাকা হয় "রাব্বিল আলামীন", সারা বিশ্বের প্রভু। আর পবিত্র কুরআনের শেষ সূরায় বলা হয়েছে– قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ "বল, আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর।' (সূরা নাস ঃ আয়াত-১) মহাপরাক্রমশালী প্রভু ... আল্লাহ হলেন পুরো মানবজাতির প্রভু, কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কিংবা কোন নির্দিষ্ট গোত্রের প্রভু নন। আর পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত শুরু হয়েছে يٰاَيُّهَا النَّاسُ "হে মানব জাতি, يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ – হে মানবকুল, বলে। এমনকি যে দুটি আয়াত উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শুরু করি– সেগুলোও আরম্ভ হয় يٰاَيُّهَا النَّاسُ "হে মানবকুল!" দিয়ে। আর পবিত্র কুরআন সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

অর্থাৎ, 'হে মানবজাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)

বিশ্বে 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলামের রয়েছে নৈতিক নীতিমালা, নৈতিক আইন যা বিশ্বে, সমস্ত পৃথিবীতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন–

অর্থাৎ, 'যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কেউ কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে, সব মানবকুলের জীবন।" (সূরা মায়িদা : আয়াত-৩২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে কোন লোক যদি কোন মানুষকে হত্যা করে– হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, এটি কোন গোত্র, বর্ণ, রং বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে না, –যদি কোন লোক কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যদি না এটি কোন হত্যার বিনিময় হয়, অথবা পৃথিবীতে কোন ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট সৃষ্টির আশংকা না থাকে, তবে সে যেন পুরো মানবতাকে হত্যা করলো। আর যদি কোন লোক কোন মানুষকে রক্ষা করে, হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম, যে কোন গোত্র, বর্ণ বা গোষ্ঠীর হোক, সে যেন পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করলো।

সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে

কুরআনে নানা ধরনের নৈতিক আচরণের নীতিমালা রয়েছে যাতে করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিশ্বব্যাপী বিরাজিত থাকে। পবিত্র কুরআন বলছে যে, 'কেউই কখনও অন্যের সম্পদ হরণকারী হবে না– এটা অপরাধ; এটি পাপ।' ইসলামে রয়েছে 'যাকাত' ব্যবস্থা। অর্থাৎ, যে কোন ধনী লোক যার নিসাব পরিমাণ (৮৫ গ্রাম সোনা) এর চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে, তাকে (পুরুষ বা স্ত্রী) প্রতি চন্দ্র বছরে উক্ত সম্পদের ২.৫ শতাংশ দান করতে হবে। যদি বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাকাত দেয়, তবে এই বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। একজন মানুষও থাকবে না যে ক্ষুধায় মারা যাবে।

কুরআন প্রতিবেশীকে ভালোবাসার ও সাহায্য করার উপদেশ দেয়

পবিত্র কুরআন বলছে– 'তোমার উচিত তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা ও সাহায্য করা'। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

অর্থাৎ, 'তুমি কি দেখেছো তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি যে এতিম ব্যক্তিকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীন-অসহায়কে অন্ন দানে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর যারা তাদের নামায সম্পর্কে বেখবর, যারা তা করে লোক দেখানোর জন্য এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।'

সূরা মাউন : আয়াত-১–৭

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন যে,

'সে মুসলমান নয় যে ভরা পেটে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।' অর্থাৎ, যে লোক ভরা পেটে ঘুমায় অর্থাৎ, উন্নতমানের খাবার খেয়ে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত, সে মূলত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা মান্য করেনি।

পবিত্র কুরআন বলছে যে, 'অপচয়কারী হয়ো না' আল-কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত আছে যে,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ .

অর্থাৎ, 'কিছুতেই তোমাদের সম্পদের অপব্যয় করো না অপচয়কারীর ন্যায়। আর নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ২৬-২৭) যদি আপনি অপব্যয়কারী হোন, আপনি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করতে বাধ্য হবেন। কারণ এটি স্বাভাবিক যদি কেউ খরচে বে-হিসাবী হয় তবে তা ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করবে।

কুরআন সকল মন্দ কাজের মূলোৎপাটনের গুরুত্ব দেয়

একজন লোকের উচিত নয় অপরের সম্পদ হরণকারী ডাকাত হওয়া, বরং একজন লোকের হওয়া উচিত দানশীল, বদান্য। তাঁর উচিত অপরকে নিত্য ব্যবহার্য বিষয়াদি প্রদান করা। এসবই হল নৈতিক গুণাবলী, উন্নত আচরণ– যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে যে 'তুমি ঘুষ নিও না'। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

অর্থাৎ, 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ হরণ করো না জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অসৎ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।' সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৮

অর্থাৎ, 'অন্যের সম্পদ হরণ করার উদ্দেশ্যে অন্যকে ঘুষ দেওয়ার জন্য তোমার সম্পদ ব্যবহার করো না।' ইসলাম কখনো অন্য ভাইয়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার অনুমতি দেয় না। আল-কুরআনে বর্ণিত আছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থাৎ, 'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো– যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।' সূরা মায়িদা : আয়াত-৯০

পবিত্র কুরআন বলছে যে, নেশা করা, মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা বা ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এ সবই হল শয়তানের কর্মকাণ্ড।'

ইসলাম সমাজের বিভিন্ন মন্দ কাজের মূল নেশাকে নিষিদ্ধ করেছে

আমাদের জানা আছে যে নেশা হল সমাজের বিভিন্ন অপকর্মের একটি মূখ্য কারণ। এটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় বাধা। জরিপের মাধ্যমে, আমরা জানতে পারি যে, 'আমেরিকায় গড়ে প্রতিদিন ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, আর অধিকাংশ ঘটনার ধর্ষিতা নতুবা ধর্ষক থাকে মাতাল।' আমেরিকার জরিপ থেকে আমরা আরোও জানি যে, সেখানে ৮ শতাংশ অত্যাচার-অনাচার বিদ্যমান। আমেরিকাতে আপনার দেখা প্রতি ১২তম বা ১৩তম ব্যক্তি অনাচারে লিপ্ত। নিকটাত্মীয় যেমন– পিতা-মেয়ে, মাতা-ছেলে, ভাই-বোন এর মধ্যে যৌন সম্পর্ক বিদ্যমান এবং অধিকাংশ.. প্রায় সবক্ষেত্রে এটি ঘটছে মদ্যপ অবস্থায়।

AIDS (এইড্স) পৃথিবীময় ছড়াচ্ছে। তার অন্যতম কারণ নেশা ও মদ। তাই পবিত্র কুরআন বলছে, 'মদ ও জুয়া– এটা হল শয়তানের কর্মকাণ্ড। এসব কর্ম থেকে বিরত থাকো তবে তুমি কামিয়াব হবে।' যদি আপনি এসব অপকর্ম থেকে বিরত থাকেন, তাহলে পৃথিবীময় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করতে তা সহায়ক হবে।

কুরআন পরচর্চাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার শামিল মনে করে

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ۔

অর্থাৎ, 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না'। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। এটি আরও মন্দ কাজের পথ তৈরী করে।' সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২ ইসলাম ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত আছে–

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কেউ যেন অলপর কাউকে উপহাস না করে; কেননা (তুমি হয়তো জানো না) সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা (তুমি হয়তো জানো না), সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে শ্লেষপূর্ণ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। ...তোমরা অধিক পরিমাণে সন্দেহপূর্ণ ধারণা থেকে বিরত থাকো। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহ-ধারণা পাপ। কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। কেউ যেন অপরের পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?' সূরা হুজরাত : আয়াত-১১-১২

পবিত্র কুরআনে আরোও বর্ণিত আছে, 'যদি তুমি পরনিন্দা করো, যদি তুমি কারো অবর্তমানে তার পরনিন্দা করো এটা যেন এমন যে তুমি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করছো।' আর তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা মূলত: দু'টি পাপের সমান। মৃত মাংস খাওয়া নিজেই নিষিদ্ধ। আবার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া-দ্বৈত পাপ। এমনকি নরখাদক, রাক্ষস যারা মানুষের মাংস খায়, তারাও তার আপন ভাইয়ের মাংস খায় না। সুতরাং আপনি যদি পরচর্চা করেন, যদি অন্য কারো পিছনে, অজ্ঞাতে তারপর নিন্দা করেন, তবে এটি হবে দ্বিগুণ অপরাধ। এটা হবে আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার শামিল।

সালাত স্বয়ং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক

কুরআন আমাদের উত্তর দিচ্ছে– আল্লাহ্ বলেন, 'না, অধিকন্তু আপনি এটা ঘৃণা করবেন ...কেউই তা পছন্দ করবে না।' কুরআনে বলা হয়েছে– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ ও দুঃখ। -সূরা হুমাযাহ : আয়াত-১ কুরআন ও সহীহ হাদীসে নৈতিক আচরণের সকল নীতিমালা বিধৃত আছে– যেগুলো 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে সংবর্ধিত করেছে। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-এর আলোচনা ব্যতীত ইসলামের আরেকটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হল, ইসলাম বাস্তবিক অর্থেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে প্রতিপাদন করেছে। মুসলমানদেরকে প্রতিদিন তাদের সালাতের মাধ্যমে পাঁচবার 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কে প্রতিপাদন করতে হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন বাস্তবিকভাবে বলতে গেলে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-কেই প্রতিপাদন করি। সহীহ বুখারীতে এটি উল্লেখিত হয়েছে।'হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন আমরা সালাতের জন্য দাঁড়াই, একজনের কাঁধ তার পাশের জনের কাঁধে মিলিত হয়, আমাদের পা দু'টো পাশের জনের পায়ের সাথে একত্রিত হয়।' অধ্যায়-১, পর্ব-আযান, পরিচ্ছেদ-৭৫, হাদীস নং-৬৯২।

আমাদের প্রিয় নবী (সা) বলেন, 'সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার আগে তোমাদের সারিগুলো সোজা করবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং (দু'য়ের মাঝে) কোন ফাঁক বা স্থান খালি রাখবে না, যাতে শয়তান স্থান করে নিতে না পারে।' সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়-১, পর্ব-সালাত, পরিচ্ছেদ-২৪৫, হাদীস নং-৬৬৬

মহানবী (সা) বলেন, 'সালাতের সময় একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন খোলা জায়গা রেখো না।' নবী শয়তান বলতে Onida TV -তে আপনারা বিজ্ঞাপনে যা দেখতে পান তা বুঝাননি। আপনারা Onida TV বিজ্ঞাপনে দেখেন, ...শয়তানের দুটো শিং ও একটি লেজ বিশিষ্ট। আমাদের প্রিয়নবী (সা) শয়তান সম্পর্কে তা বুঝাননি। বরং তিনি -এর দ্বারা বর্ণবাদ, জাত-পাত, কিংবা সম্পত্তির অহমিকার শয়তানকে বুঝিয়েছেন। ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে আপনি যখন প্রার্থনায় দাঁড়াবেন। আপনি যখন সালাতে দণ্ডায়মান হবেন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান– যাতে করে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ণবৈষম্য, জাতপাত, রং-বর্ণ, ধর্ম-সম্পদ কোন বিষয়েই শয়তান (অহমিকা) যেন আপনাদের ভেতর স্থান না পায়।

হজ্জ হল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

আর "আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব" এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল ইসলামের তীর্থযাত্রা– তথা হজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কায় আগমন করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত; যেমন– আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া– বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা আসে এবং লোকেরা দু'টুকরো সাদা সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে। আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না যে আপনার পার্শ্বে

উপবিষ্ট লোকটি রাজা নাকি নিঃস্ব হতদরিদ্র। এটিই হল, 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব' এর বড় নমুনা। এটা হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাৎসরিক সম্মেলন। ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যেক বছর একত্রিত হয় এবং আপনার পার্শ্বে দাঁড়ানো লোকটি রাজা-না ফকির আপনি বুঝতে পারবেন না। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো কিংবা বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে আপনি আসুন না কেন, আপনি একই আদলের জামা পরিধান করছেন এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন– "স্রষ্টা কেবল একজনই। কোন আরব কোন অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোন অনারব কোন আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। একজন শ্বেতকায় যেমন কৃষ্ণকায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, তেমনি একজন কৃষ্ণকায়ও একজন শ্বেতকায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি 'তাকওয়া'–" এটি হল ধর্মনিষ্ঠা, ধার্মিকতা, স্রষ্টাভীরুতা। আপনি কোন্ জাত-পাতের কিংবা কোন্ গাত্রবর্ণের– তা আপনাকে শ্রেষ্ঠ করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। আল্লাহর সম্মুখে সকলে সমান। কেবল যদি আপনি অধিক ধার্মিক, অধিক ধর্মনিষ্ঠ এবং অধিক খোদাভীরু হতে পারেন, তবেই কেবল আপনি অন্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেন।

যখন হজ্জব্রত পালিত হয়, তখন প্রতিটি লোক, আবৃত্তি করতে থাকে, لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ তারা এটি পুনরাবৃত্তি করতেই থাকে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ এমনকি যখন সে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তখনও তার মনে এটি অব্যাহত থাকে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ-এর অর্থ হল "এখানে আমি উপস্থিত– হে আমার প্রভু! এখানে আমি উপস্থিত।" لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ "এখানে আমি উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই, এখানে আমি উপস্থিত।' اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ 'পৃথিবীময় সকল ক্ষমতা, মালিকানা তোমারই অধীন। তোমার কোন অংশীদার নেই।" এটি তার মনে প্রোথিত থাকে যে, لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ 'এখানে আমি উপস্থিত হে আমার প্রভু! এখানে আমি উপস্থিত।' আর ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে, এই বিশ্বময় এক ও একক স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা কেবল একজন। কেবল তিনিই উপাসনার দাবীদার। আর এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসের কারণেই এখানে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র বিষয়টি সম্ভব। অর্থাৎ একই স্রষ্টা সকল মানব সত্তা সৃষ্টি করেছেন। ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, সাদা-কালো, কিংবা গোত্র, বর্ণ, ধর্ম– যেখানেই আপনার অবস্থান হোক না কেন– সব নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমান। কারণ, সকলে এক এবং কেবল একক স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি। আপনি যদি কেবল এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসী হন তবেই কেবল আপনি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' চর্চা করতে পারবেন। অর্থাৎ, ইহা এ কারণে যে, সকল বড় ধর্ম যেগুলো স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে– তারা উচ্চ স্তরে কেবল একক পরম শক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

সাধারণ মিলের বিষয়ে ঐকমত্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করে

অক্সফোর্ড অভিধান মতে, ধর্ম অর্থ 'অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণ শক্তি– এক বা একাধিক স্রষ্টাতে বিশ্বাস– যা উপাসনা ও আনুগত্যের দাবী রাখে।' সুতরাং সংক্ষেপে আপনি যদি কোন ধর্মকে পর্যবেক্ষণ করতে চান, তবে আপনাকে সে ধর্মের স্রষ্টার সম্পর্কে জানতে হবে। আর কোন ধর্মের স্রষ্টার ধারণা অনুধাবনের সঠিক পন্থা এই নয় যে, ঐ ধর্মের অনুসারীরা কি করছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা। কারণ, অধিকাংশ অনুসারী নিজেরাই জানে না তাদের ধর্মগ্রন্থ তাদের পরম শক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলছে। বরং সঠিক উপায় হল সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ধর্ম যা বলছে তা পর্যালোচনা করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, 'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার সাধারণ (মিল) বিষয়গুলোর দিকে আস। (প্রথম সাধারণ বিষয়গুলো কি?) তা হলো যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবো না, তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে প্রভু ও পালনকর্তা বানাবো না। তারপর যদি তারা তা অস্বীকার করে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম– আমাদের ইচ্ছা আল্লাহর প্রতি অনুগত।' সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৪

আল্লাহ আপনাকে নানা ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার কায়দা শেখাচ্ছেন। আল্লাহ বলেন– تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'আস সে বিষয়গুলোর প্রতি যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাধারণ।' কোনটি প্রথম সাধারণ বিষয়? أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ 'আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবো না।' وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا 'তার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করবো না। সুতরাং কোন ধর্মের স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে জানতে হলে স্রষ্টা সম্পর্কে ঐ ধর্মগ্রন্থে কি বলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। আর আপনি যদি স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে অবহিত হন তবে আপনি ধর্মের ধারণাও অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

প্রারম্ভেই হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণাটি বিশ্লেষণ করে দেখি। আপনি যদি একজন সাধারণ হিন্দু, যিনি ধর্মের ব্যাপারে অপেশাদার, লোককে জিজ্ঞেস করেন যে, 'তাদের কতজন স্রষ্টা?' কেউ হয়তো বলবেন, 'তিন', কেউ হয়তো বলবে, 'একশ', কেউ হয়তো বলবে 'সহস্র', আবার কেউ কেউ বলবে 'তেত্রিশ কোটি'– তিনশত ত্রিশ মিলিয়ন। কিন্তু আপনি যদি একজন শিক্ষিত লোকের কাছে জানতে চান– যে তার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল, সে বলবে যে, 'হিন্দুদের উচিত মূলত : কেবল এক স্রষ্টার উপাসনা করা এবং তাদের উচিত এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।' কিন্তু সাধারণ হিন্দু, সে 'সর্বেশ্বরবাদী' দর্শনে বিশ্বাস করে। একজন সাধারণ হিন্দু বলে, 'সর্বকিছুই স্রষ্টা' –গাছ স্রষ্টা, সূর্য স্রষ্টা, চন্দ্র স্রষ্টা, বানর স্রষ্টা, মানুষ স্রষ্টা, সাপ স্রষ্টা।' অপরদিকে মুসলমানরা বলছে যে, সবকিছুই স্রষ্টার।– God এর সাথে একটি উর্ধ্বকমাসহ S আছে। GOD's সবকিছুই স্রষ্টার। –গাছের সত্ত্বাধিকারী স্রষ্টা, বানরের সত্ত্বাধিকারী স্রষ্টা, মানুষের সত্ত্বাধিকারী স্রষ্টা, সাপের সত্ত্বাধিকারী স্রষ্টা।

সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ হিন্দু বলছে 'সবকিছুই স্রষ্টা', আর আমরা মুসলিমরা বলছি, 'সবকিছুই স্রষ্টার'। উর্ধ্বকমা 'S'সহ GOD। সুতরাং একমাত্র পার্থক্য হলো উর্ধ্বকমাসহ 'S'। যদি এই উর্ধ্বকমাসহ S এর সমস্যা দূর করা যায় তবে আমরা মুসলিম ও হিন্দু এক হতে পারি। কিভাবে এটি আমরা করতে পারি? কুরআন বলছে– تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থাৎ, 'আস সে বিষয়গুলোর প্রতি যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাধারণ ও কমন।' আর কোনটি প্রথম সাধারণ বিষয়? أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ 'তা হল আমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো উপাসনা করবো না।'

হিন্দু ধর্মগ্রন্থও স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ দেয়

সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পাঠ করে থাকেন তা হলো 'ভগবত গীতা'। আপনি 'ভগবত গীতা' অধ্যায় নং-৭, পংক্তি নং-২০, তাতে বলা আছে যে, 'কেবল তারাই নরদেবতা বা উপদেবতার উপাসনা করে যাদের বিবেক, বুদ্ধি

জাগতিক ইচ্ছা কামনা কর্তৃক চুরি হয়ে গিয়েছে।' অর্থাৎ, যাদের বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা জাগতিক চাহিদা কর্তৃক চুরি হয়ে গিয়েছে কেবল তারাই একজন সত্য প্রভুর পাশাপাশি আরও বহু প্রভুর উপাসনা করে। আপনি যদি হিন্দু ধর্মের অন্য গ্রন্থ 'উপনিষদ' অধ্যয়ন করেন, এটি উল্লেখ আছে Chandogya উপনিষদে, অধ্যায় নং-৬, পরিচ্ছেদ নং-২, পংক্তি নং ১, 'কেবল একটি মাত্র স্রষ্টা আছে, দ্বিতীয়টি নয়।' আরও উল্লেখ আছে Svetasvatara উপনিষদে, অধ্যায় নং-৬, পংক্তি নং-৯ তার অর্থ "তাঁর ...পরমেশ্বর স্রষ্টার কোন প্রভু নেই, তাঁর নেই কোন অংশীদার।" আরও উল্লেখ আছে, Svetasvatara উপনিষদে অধ্যায় নং-৪, পংক্তি নং-১৯ 'তার কোন সমরূপতা নেই।' আরো উল্লেখ আছে Svetasvatara উপনিষদে, অধ্যায় নং-৪ পংক্তি নং-২০, তাঁর কোন আকার নেই, কেউ তাঁকে চোখে দেখতে পায় না।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল 'বেদ'

মূলত: চার ধরনের বেদ রয়েছে– ঋগবেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, ও অর্থবেদ। আপনি যদি যর্জুবেদ পড়েন, সেখানে উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-৩২, পংক্তি-৩ 'তাঁর কোন আকার নেই'। পরমেশ্বর স্রষ্টা আকারবিহীন। আবার, যর্জুবেদে রয়েছে, অধ্যায় ৪০, পংক্তি নং-৮ যে, 'মহাশক্তিমান স্রষ্টা অশরীরী এবং প্রকৃত।' আর যর্জুবেদ এর পরবর্তী পংক্তি হল, অধ্যায় নং-৪০, পংক্তি নং-৯ 'তারা অন্ধকারে ডুবে আছে, যারা অর্থবেদ এর উপাসনা করে।' অর্থবেদ অর্থ হল, প্রাকৃতিক বস্তু যেমন– বাতাস, পানি, অগ্নি এবং এ উক্তিতে আরও বলা হয়েছে ... "তারা আরও অধিক অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা–সামবেদ এর উপাসনা করে।" আর সামবেদ হল চেয়ার, টেবিল, খেলনা পুতুল ইত্যাদির ন্যায় সৃষ্ট বস্তু। এটা কে বলেছে? ... যর্জুবেদ অধ্যায় নং-৪০, পংক্তি নং-৯। আপনি যদি আরও পড়তে চান–এটি অর্থবেদ ও উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-২০, হিম সামবেদ নং-৫৮ পংক্তি নং-৩ ...'সর্বশ্রেষ্ঠ মহান, পরমেশ্বর প্রভু'।

বেদ গ্রন্থের মধ্যে 'ঋগবেদ' হল সর্বপবিত্র। ঋগবেদে উল্লেখ আছে, ... পুস্তক নং-১, নং- ১৬৪, পংক্তি নং-৪৬, যে, 'জ্ঞানী-গুণী ও সাধু পুরুষেরা-পরমেশ্বর প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে'। আর আপনি যদি ঋগবেদ পড়েন, Book নং-২, Hymn নং-১, পরমেশ্বর প্রভুর বহু গুণ-ধর্ম থাকে–ঋগবেদে উল্লেখ রয়েছে। Hymn নং-২, Book নং-১, পংক্তি নং-৩ যে, তাদের অন্যতম একটি হল 'ব্রহ্ম'। আপনি যদি 'ব্রহ্ম' কে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তবে এর একটি অর্থ দাঁড়ায় 'স্রষ্টা'। যদি এর আরবি অনুবাদ করেন তবে অর্থ হল 'খালিক'। যদি কেউ পরমেশ্বর প্রভুকে 'খালিক' স্রষ্টা বা 'ব্রহ্মা' বলে ডাকে তবে মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কোন লোক যদি 'ব্রহ্ম' হল পরমেশ্বর প্রভু– যার চারটি মাথা আছে এবং প্রত্যেক মাথায় আছে একটি মুকুট, তাতে মুসলমানদের ঘোর আপত্তি থাকে। অধিকন্তু, এতে করে আপনি Nelasvatara উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, যেখানে বলা হচ্ছে, অধ্যায় নং- ৬, পংক্তি নং-৯ 'তিনি, যার কোন সমরূপতা নেই।' অথচ, আপনি পরমেশ্বর স্রষ্টার একটি প্রতিকৃতি দিচ্ছেন।

ঋগবেদে পরমেশ্বরের গুণধর্ম বর্ণিত আছে 'বিষ্ণু' Book নং-২, Hymn নং-১, পংক্তি নং-৩। যদি আপনি 'বিষ্ণু' এর ইংরেজি অনুবাদ করেন তবে এর অর্থ হবে 'প্রতিপালক' বা 'রক্ষাকারী'। যদি আপনি 'বিষ্ণু' এর আরবি অনুবাদ করেন, তবে তার অর্থ হয় 'রব' বা লালন-পালনকারী। যদি কেউ পরমেশ্বর প্রভুকে রব' বা প্রতিপালক বা

লালন-পালনকারী বা বিষ্ণু বলে তবে মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ বলে 'বিষ্ণু' হল পরমেশ্বর প্রভু– যার চারটি বাহু আছে এবং তার একটি হাতে হল Book of Dullerone my ভাগ্য খেলার চাকতি, আর অন্য হাতে হল 'জল পদ্ম'। তখন আমরা মুসলিমরা তাতে জোরালো আপত্তি জানাই। অধিকন্তু, আপনি পরমেশ্বর স্রষ্টাকে একটি প্রতিকৃতি দিচ্ছেন। আপনি অর্থ্যবেদ এর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। অধ্যায়-৩২, পংক্তি-৩ যাতে বলা আছে– 'তার কোন প্রতিকৃতি নেই।' ঋগবেদে উল্লেখ আছে, ভলিউম-৮, অধ্যায়-১, পংক্তি-১ 'সকল প্রশংসা এককভাবে তাঁর এককভাবে তার উপাসনা কর"। ঋগবেদে এও উল্লেখ আছে, ভলিউম-৬, Hyman-৪৫, পংক্তি-১৬, "স্রষ্টা কেবল একজনই। কেবল তারই উপাসনা কর।' আর হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিধান ব্রহ্ম সূত্র হল 'ভগবান এক হি হাই; ডুসরা নাহি হাই, নাহি হাই, নাহি হাই, যারা ভি নাহি হাই' –'স্রষ্টা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই, কেহই না, মোটেও না, এক বিন্দুও না।' সুতরাং, আপনি যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়েন তবে আপনাকে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হবে।

ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

এবার ইহূদীবাদে স্রষ্টার ধারণা ব্যাখ্যা করা যাক। Old Testament-এর Book of Isaiah-তে উল্লেখ আছে, অধ্যায়-৬, পংক্তি-৪, মূসা (আ) বলেছেন যে, 'শোন হে ইসরাঈলবাসী! আমাদের স্রষ্টা– প্রভু তিনি একজনই'। Book of Isaiah-তে উল্লেখ আছে, অধ্যায়-৪৩, পংক্তি নং-১১, ..."আমি, শুধু আমিই হচ্ছি প্রভু, আমার পাশে আর কোন ত্রাণকর্তা নেই।' Book of Isaiah-তে উল্লেখ আছে অধ্যায় নং-৪৫, পংক্তি নং-৫ 'আমিই প্রভু, আমার মত কেউ নেই। আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।' Book of Isaiah-তে বলা হয়েছে, অধ্যায় নং-৪৬, পংক্তি নং-৯ 'আমিই প্রভু, আর কেউ নেই। আমি প্রভু এবং আমার মত কেউ নেই।' ইহা উল্লেখ রয়েছে– Book of Exodus-এ 'অধ্যায় নং ২০, পংক্তি নং-৩ ও ৫, একইভাবে রয়েছে Book of Dulerone-তে, অধ্যায়-৫ পংক্তি নং- ৮-৯ বলা হয়েছে, "তুমি আমার পাশে আর কোন স্রষ্টা পাবে না।' পরমেশ্বর প্রভু এখানে বলছেন যে, ..."তুমি আমার পাশে কোন স্রষ্টা পাবে না। তুমি এর কোন খোদাইকৃত মূর্তি বা সমরূপতা তৈরী করতে পারবে না উপরের স্বর্গে, নিচের ভূবনে এবং মাটির নিচের জলরাশিতে। সুতরাং তুমি তাদের সেবাও করবে না, তাদের কাছে বিনতও হবে না। কারণ আমিই স্রষ্টা এবং সর্বাত্মক উপাসনা অভিলাসী স্রষ্টা।' সুতরাং আপনি যদি Old Testament পড়েন তবে আপনি ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা লাভ করতে পারবেন।

খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা

খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা আলোচনার পূর্বে আমি কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই যে, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র অখৃষ্টীয় বিশ্বাস যেখানে যীশু বা ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস করাটাকে তার নির্দিষ্ট বিশ্বাস ধর্ম হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে। কোন মুসলিমই মুসলিম নয় যদি না সে যীশু বা ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস না রাখে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি (ঈসা) ছিলেন সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ-এর বার্তাবাহক নবী। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি ছিলেন 'মাসীহ' ...অনুবাদিত হয়ে হয়েছে 'খৃষ্ট'। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি কোন পুরুষ ব্যক্তির মধ্যাবর্তন ব্যতিরেকেই অলৌকিকভাবে জন্মলাভ করেছেন– যা আজকের অনেক আধুনিক খৃষ্টান ব্যক্তি বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি স্রষ্টার অনুমতিক্রমে অনেক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, স্রষ্টার অনুমতিতে তিনি অনেক মৃত লোকের জীবন দান করেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট কখনো দেবত্ব দাবী করেননি

মুসলিম ও খৃষ্টান উভয়ে একত্রে চলছি। কিন্তু কতিপয় খৃষ্টান বলেন যে, 'যীশু খৃষ্ট (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)– 'দেবত্ব' দাবী করেছেন।' বস্তুত: আপনি যদি বাইবেল পড়েন, সেখানে পুরো বাইবেলে এমন কোন একটি দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট উক্তি নেই যাতে যীশু স্বয়ং বলেছেন যে, তিনি স্রষ্টা/দেবতা অথবা তিনি কোথাও বলেছেন, 'আমার উপাসনা কর।' বস্তুত: যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন তবে দেখবেন, যীশু স্বয়ং বলেছেন– ইহা Gospel of John এ উল্লেখিত আছে। Gospel of John অধ্যায় নং-১৪, পংক্তি নং-২৮ যে, 'আমার পিতা আমার চেয়ে বড়', অধ্যায় নং -৯ পক্তি নং -২৮ যে, আমার পিতা আমার চেয়ে বড়' Gospel of Matthew, অধ্যায় নং-১২০, পংক্তি নং-২৮ 'আমি স্রষ্টার আত্মার দ্বারা শয়তানকে পরিত্যাগ করেছি।' Gospel of Luke, অধ্যায়-১১, পংক্তি-২০, 'আমি স্রষ্টার হাত দ্বারা শয়তানকে পরিত্যাগ করেছি।' Gospel of John অধ্যায়-৫, পংক্তি-৩০, 'আমি যা শুনি, যা বিচার করি, তার কোনটিই আমি নিজে এককভাবে করতে পারি না। আর আমার বিচার সঠিক হয় কেননা আমি আমার নিজের ইচ্ছার অনুসন্ধান করি না বরং আমি আমার পিতার ইচ্ছার অনুসন্ধান ও কামনা করি।' কোন লোক যদি বলেন, 'আমি নিজের ইচ্ছা অনুসন্ধান করি না, করি আমার পিতার ইচ্ছার অনুসন্ধান'-এর অর্থ 'তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতি অনুগত করা।' আর আপনি যদি এ বক্তব্যটিতে আরবীতে অনুবাদ করেন তবে প্রত্যয়টি হবে "ইসলাম" (اَلْإِسْلَامُ)। আর যে লোক তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পরমেশ্বর স্রষ্টার প্রতি অবনত, অনুগত করে তাকে বলে (مسلم) মুসলিম।

যীশু কখনোই নবীদেরকে অস্বীকার বা নীতিমালা ভংগ করেননি। মূলত: তিনি এসেছেন তাদেরকে সুনিশ্চিত করতে। আর যীশু বলেন, Gospel of Matthew তে বর্ণিত আছে, অধ্যায় নং-৫, পংক্তি নং-১৯–২০। তিনি বলেন, 'ভেবো না যে আমি এসেছি আইন বা নবীদেরকে ধ্বংস করতে।' উক্ত সব উক্তিই Bible এর King James ভার্সন থেকে নেয়া। যীশু বলেন, ... "ভেবো না যে আমি এসেছি আইন ও নবীদের ধ্বংস করতে। আমি ধ্বংস করতে আসিনি। পরিপূর্ণ করতে এসেছি। কারণ সবকিছু পরিপূর্ণতা না পাওয়া অবধি মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত আইনের কণামাত্রও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। আর যে প্রত্যাদেশের ন্যূনতম আদেশও অমান্য বা ভঙ্গ করে আর মানুষকেও তা ভঙ্গ করতে শেখায়, সে স্বর্গের নিকৃষ্টতম বলে বিবেচিত হবে। আর যে ঐ প্রত্যাদেশনামা মান্য করবে এবং মানুষকে তা মান্য করা শেখাবে, সে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। যদি না আপনার ধার্মিকতা ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের (ইহুদী ধর্ম মতের) ধার্মিকতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, কোন উপায়েই আপনি স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।"

যীশু বলেন যে, আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে আপনাকে Old Testament এর প্রতিটি আইনকে মান্য করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে... 'স্রষ্টা এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তুমি স্রষ্টার কোন প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারবে না।' আর যীশু তিনি কখনোই দাবী করেননি যে, তিনি হলেন পরমেশ্বর স্রষ্টা। বস্তুত: তিনি বলেছেন, তিনি স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত। Gospel of John-এ উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-১৪, পংক্তি নং-২৪ যীশু বলেন, ...যে বাণীগুলো আপনারা শুনছেন, এসব আমার বাণী নয়, বরং আমার পিতার বাণী, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।' Gospel of John-এ উল্লেখ আছে যে, 'অধ্যায় নং-১৭, পংক্তি নং-৩ এটি চূড়ান্ত জীবন, সুতরাং

তুমি জানবে যে স্রষ্টা একজনই। আর তিনি যীশু খৃষ্টকে পাঠিয়েছেন।' Book of Acts -এ এটি উল্লেখ আছে– অধ্যায়-২, পংক্তি-২২ যে, 'শোন হে ঈসরাঈলবাসী, বাণীগুলো শোন, নাযারাত যীশু– যাকে স্রষ্টা তোমাদের মাঝে তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, অলৌকিক ও অভাবনীয় উপায়ে –যা স্রষ্টা নিজেই করেছেন এবং তোমরাই তার স্বয়ং সাক্ষ্য।' এতে আরো বলা আছে, ...'নাযারাত যীশু হলেন একজন মানুষ যিনি স্রষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত এবং এক অলৌকিক ও অভিনব উপায়ে তিনি নিজেই তা করেছেন আর তোমরা এ ঘটনার সাক্ষী।' আর যখন যীশু কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'কোনটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রথম আদেশ?'– তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, যা পূর্বে মূসা (আ) বলেছিলেন। Gospel Mark-এ উল্লেখ আছে, অধ্যায় নং-১২, পংক্তি নং-২৯, 'শোন হে ইসরাঈলবাসী, আমাদের প্রভু স্রষ্টা হলেন একজনই।'

সুতরাং আপনি যদি বাইবেল অধ্যয়ন করেন, আপনি খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইসলামে স্রষ্টার ধারণা

এবার দেখা যাক, ইসলামে স্রষ্টার ধারণা কিরূপ। ইসলামে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে কেউ আপনাকে সর্বোত্তম উত্তর দিতে হলে আল-কুরআনের সূরা ইখলাসকে বর্ণিত আছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থাৎ, 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" সূরা ইখলাস : আয়াত-১-৪

এটি হচ্ছে মহান স্রষ্টা– আল্লাহ -এর চার পংক্তির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা। যদি কেউ চার পংক্তির এই সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য পায় তবে সে বলতে পারে যে, সে মহান প্রভু। সেক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা তাকে মহান প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি করবো না। প্রথম قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।' দ্বিতীয়– اَللّٰهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী।' তৃতীয়ত– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।' চতুর্থত– وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'এবং তার সমকক্ষ, সমতুল্য কেউ নেই।' এই সূরা ইখলাস হল Tuology (ধর্মতত্ত্ব) এর কষ্টিপাথর। 'Theo' অর্থ 'God' স্রষ্টা, 'logy' অর্থ 'Study'-অধ্যয়ন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

কোন লোক যদি মহান প্রভু হওয়ার দাবী করে, সেই প্রার্থী বা দাবীদার যদি চার পংক্তির এই সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে সেই দাবীকারকে 'মহান প্রভু' হিসেবে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই। আর 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বজায় থাকার জন্য এটি বাধ্যতামূলক যে আপনি এক মহান স্রষ্টাতে বিশ্বাস ও উপাসনা করবেন। সুতরাং মহান স্রষ্টার দাবীদার কোন ব্যক্তি যদি তার এই চার শর্তের সংজ্ঞায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাকে মহান হিসেবে মানতে আমাদের আপত্তি নেই।

আপনারা জানেন অনেক ভ্রান্ত লোক রয়েছেন যারা মহান হওয়ার দাবী করেন। চলুন দেখা যাক তারা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাকি অনুত্তীর্ণ হন। আর এরকম একজন লোক হলেন ভগবান রাজনিশ। আপনারা জানেন যে কতিপয় ব্যক্তি আছেন যারা পরমেশ্বর দাবী করেন। আমার একটি আলোচনায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে, আমাদের এক হিন্দু বন্ধু বলেছিলেন, 'হিন্দুগণ ভগবান রাজনিশকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে না।' 'আমি একমত পোষণ করি

এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়েছি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে কোথাও বলা হয়নি যে, ভগবান রাজনিশ হলেন স্রষ্টা। আমি যা বলেছিলাম, 'কতিপয় লোক বলে যে, ভগবান রাজনিশ স্রষ্টা,' আমি ভালো করে জানি যে, হিন্দুবাদ ভগবান রাজনিশকে মহান স্রষ্টা হিসেবে বিবেচনা করে না।

বিশ্লেষণ করে দেখি ঐসব ব্যক্তির দাবী যারা ভগবান রাজনিশকে পরমেশ্বর স্রষ্টা জ্ঞান করে। প্রথম পরীক্ষা হল : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।' ভগবান রাজনিশ কি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা জানি বিশেষতঃ এই দেশে অনেক লোক পরমেশ্বর স্রষ্টা হওয়ার দাবী করেছে। যেসব লোক এই পরমেশ্বর দাবী করছে তারা কি এক ও অদ্বিতীয়? কিন্তু তার অনুসারীরা বলছে... 'না, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।'

এবার দ্বিতীয় পরীক্ষা করা যাক– اَللّٰهُ الصَّمَدُ। 'আল্লাহ নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী।' ভগবান রাজনিশ কি নিরঙ্কুশ ও অমুখাপেক্ষী ছিলেন? তার জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি এজমা, কঠিন পৃষ্ঠশূল, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে ভুগেছেন। তবে তিনি বলছেন যে, 'আমেরিকা সরকার যখন তাকে গ্রেফতার করেছিল তখন তাকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করেছিল।' ভেবে দেখুন, পরমেশ্বরকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করা যায়! তৃতীয় পরীক্ষা হল لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি।' আমরা রাজনিশের জীবন বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি যে, তিনি মধ্য প্রদেশের জন্মেছেন, তার বাবা-মা আছেন– যারা পরবর্তীতে তার অনুসারী হয়েছেন।

১৯৮১ সালে রাজনিশ আমেরিকা যান এবং বহু আমেরিকানকে প্রতারণা ও অপমান করেন। তিনি সেখানে 'রাজনিশ পুরান' নামে একটি নিজস্ব গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মার্কিন সরকার তাকে গ্রেফতার করে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আটকে রাখে এবং ১৯৮৫ সালে তাকে নির্বাসিত করা হয় এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ১৯৮৫ সালে তিনি ভারতের পুনা শহরে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর কেন্দ্র 'অশো কমিউন' আরম্ভ করেন। কিন্তু আপনি যদি সেখানে যান, দেখবেন সেখানে পাথরে উল্লেখ আছে যে, ...'ভগবান রাজনিশ, অশো রাজনিশ কখনো জন্মাননি, কখনো মারাও যাননি। তবে, এই বিশ্বলোক ভ্রমণ করেছিলেন ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত।' তারা এটি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই বিশ্বের ২১টি দেশের ভিসা তিনি পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভেবে দেখুন, পরমেশ্বর... তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেন এবং তার জন্য তার ভিসা প্রয়োজন হয় এবং সর্বশেষে, (চতুর্থত), وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'কেউ তার সমকক্ষ নয়'। এটা অবশ্য পালনীয় যে পরমেশ্বর আল্লাহ তা'আলা এর সমতাবর্তী কেউ নয়। যখনই এই বিশ্বের কোন লোক বা বস্তুর সাথে পরমেশ্বরকে তুলনা করছেন, তখন সে স্রষ্টা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে যে, 'আর্নল্ড সোয়াজনেগারের চেয়ে পরমেশ্বর এক হাজার গুণ শক্তিশালী।' আপনি জানেন আর্নল্ড সোয়াজনেগার– যাকে 'মিস্টার ইউনিভার্স' উপাধিতে ভূষিত করা হয়– বলা হয় তিনি হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। যদি কেউ বলে যে, 'আর্নল্ড সোয়াজনেগারের চেয়ে পরমেশ্বর সহস্র গুণ শক্তিশালী'– যখনই আপনি পরমেশ্বরকে পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে তুলনা করলেন– হোক তা আর্নল্ড সোয়াজনেগার বা কিং কং বা দারা সিং–হোক তা এক হাজার গুণ বা দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী– যখনই আপনি পরমেশ্বরকে পৃথিবীর কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করলেন, তখনই তিনি আর পরমেশ্বর নন। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।' এটিই হল মহিমান্বিত কুরআন বর্ণিত 'পরমেশ্বর' এর চারটি গুণ সম্বলিত সংজ্ঞা– যা মূলত: ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

অন্যত্র মহিমান্বিত কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থাৎ, 'বলুন, তাঁকে 'আল্লাহ' ডাক বা 'রহমান' ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নাম।' সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-১১০

আপনি আল্লাহ তা'আলা কে যে কোন নামেই ডাকতে পারেন, তবে তা হতে হবে সুন্দর নাম। তা যেন মানসপটে কোন ভেল্কিবাজির মত না হয়। আর পাক কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এর ৯৯টি সুন্দর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অর্থপূর্ণ নামের সমাহার রয়েছে– اَلرَّحْمٰنُ ، اَلرَّحِيْمُ 'অতি দয়াবান, অতি দয়ালু।' কমপক্ষে ৯৯টি সুন্দর নাম। আমরা মুসলিম বা পরমেশ্বরকে আরবী নাম اَللّٰهُ 'আল্লাহ' ডাকি। কারণ আমরা পরমেশ্বরকে ইংরেজি God শব্দের পরিবর্তে আরবি নামে اَللّٰهُ ডাকি। কারণ ইংরেজি শব্দ 'God' - দ্বারা আপনি অনিষ্ট ও মর্যাদাহানিও করতে পারেন। যেমন– যদি আপনি God এর সাথে 's' যুক্ত করেন, তবে হবে Gods যা God এর বহুবচন। কিন্তু আল্লাহর কোন বহুবচন নেই। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন, তিনি আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়।' যদি আপনি God এর সাথে 'Ess' যুক্ত করেন– তবে হয় 'Godess' অর্থাৎ স্ত্রী God। আল্লাহ এর কোন লিঙ্গভেদ নেই। তিনি পুরুষও নন, মহিলাও নন। আল্লাহ তা'আলা কোন লিঙ্গ প্রভেদ রাখে না। আল্লাহ একটি স্বতন্ত্র শব্দ। আপনি যদি God এর সাথে 'Father' শব্দ যুক্ত করেন, তবে হয় 'God father'। যেমন– সে আমার God father, অর্থাৎ সে আমার ধর্মপিতা, কিন্তু ইসলামে এরূপ 'আল্লাহ-পিতা বা 'আল্লাহ-আব্বা নেই। যদি আপনি God এর সাথে Mother যুক্ত করেন, তাহলে হয় God Mother বা ধর্মমাতা। কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ-মাতা' বা আল্লাহ-আম্মা' এর মত কিছুর অস্তিত্ব নেই। 'আল্লাহ' হল স্বতন্ত্র একটি শব্দ। আপনি যদি God এর পূর্বে Tin সংযোগ করেন, তবে Tin God এর অর্থ দাঁড়ায় 'মেকি দেবতা'। ইসলামে এরূপ Tin Allah বা মেকি প্রবঞ্চক আল্লাহ এর কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ এর কারণ হল আমরা মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলাকে ইংরেজি শব্দ God এর পরিবর্তে আরবি শব্দ اَللّٰهُ তে ডাকছি। কিন্তু কিছু কতিপয় লোক মুসলিম যদি আল্লাহ তা'আলা কে 'God' বলে ব্যবহার করে মূলত: তারা (اَللّٰهُ) 'আল্লাহ' প্রত্যয়ের মর্মার্থ জানে না। তারা যদি তা অনুধাবন করে, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উপযুক্ত হল اَللّٰهُ, ইংরেজি প্রতিশব্দ God এর চেয়ে এই শব্দটি অধিক অগ্রগণ্য।

রক্ত সম্পর্কের চেয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অনেক উর্ধ্বে

ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' কেবল সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হয়নি। অর্থাৎ, এটি কেবল সমস্ত পৃথিবীর এবং সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং এটি উলম্বিকভাবেও বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' তথা 'বিশ্বাসের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' অপরাপর সকল প্রজন্মের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বর্তমানের, অতীতের সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে– সবাই মিলে এক বংশ, এক মানবগোষ্ঠী। এই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হল বিশ্বাসের 'ভ্রাতৃত্ব'। এটি সমান্তরাল বিস্তৃত হয় এবং সকল ধর্মেই এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল, আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস, এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। এটা কেবল এজন্য যে,

'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' তথা বিশ্বাসের 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিশ্বব্যাপী বিরাজিত। আর বিশ্বাসের এই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে শ্রেয়।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি, কুরআন বলছে, 'তুমি তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর'। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

অর্থাৎ, 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ঘৃণাসূচক 'উফ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে কথা বলবে না, বরং তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে বিনম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল হে প্রভু! তাদের উভয়ের প্রতি করুণা কর, যেরূপ তারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করেছেন।' (বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩-২৪)

অর্থাৎ আপনি আপনার পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসা উচিত। তাদেরকে সব সম্মান ও মর্যাদা দেয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ... وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

অর্থাৎ, "আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। ...তবে পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কোন বিষয়কে অংশীদার করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, (অর্থাৎ যদি তোমার পিতা-মাতা আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার করতে তোমাকে বাধ্য করে), তবে তুমি তা মান্য করবে না এবং পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। – লোকমান : আয়াত-১৪-১৫

অর্থাৎ যতক্ষণ আপনার পিতা-মাতা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে যাবে না, আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশের বিপরীতে যাবে না, ততক্ষণ তাদেরকে আপনার মান্য করতে হবে। যদি তারা আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশের বিপরীতে যায়, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ অগ্রগণ্য। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন'। এটি রক্তের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে ঢের শ্রেয়।

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ ـ

অর্থাৎ, 'বল তোমাদের নিকট তোমার পিতা, না তোমাদের সন্তান, না তোমাদের ভাই, না তোমাদের সঙ্গী-স্বামী বা স্ত্রী, না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন।' তাওবা : আয়াত-২৪

আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, 'অগ্রাধিকার প্রদানে তোমাদের বিবেচনা কি?' সেটা কী তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের সঙ্গী– স্বামী বা স্ত্রী বা তোমাদের আত্মীয়-স্বজন? আল্লাহ আরও এরশাদ করেছেন,

অর্থাৎ, 'তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যার ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা ভালোবাস।'

আল্লাহ বলছেন, 'অগ্রাধিকার প্রদানে তোমাদের বিবেচনা কি?' আল্লাহ বলছেন,

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيلِهِ.

অর্থাৎ, 'তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং জিহাদ করার (আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা) চেয়ে উক্ত আটটি বিষয়কে বেশি ভালোবাস।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমার পিতা তোমাকে আল্লাহ তা'আলা এর বিরুদ্ধে যেতে বলে, যেমন– তারা ডাকাতি করতে বলতে পারে, প্রতারণা করতে বলতে পারে, ঘুষ খেতে বলতে পারে, অন্যকে বিনা দোষে, বিনা কারণে হত্যা করতে বলতে পারে, –যদি আপনার পিতা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে আপনাকে পরিচালিত করে কিংবা তা আপনার সন্তান, আপনার ভাই, স্বামী-স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজন অথবা আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছেন আপনার অর্জিত সম্পত্তি কিংবা আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য হারাবার আশংকা কিংবা যে নিবাসটি আপনি ভালোবাসেন তার স্বার্থে, ... আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার চেয়ে উক্ত আটটি (পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, স্বামী বা স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাসস্থান) বিষয়কে আপনি বেশি ভালোবাসেন।' আল্লাহ বলেন, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ অর্থাৎ, 'অপেক্ষা কর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান (ধ্বংসের সিদ্ধান্ত) না আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ, 'আল্লাহ নীতিভ্রষ্ট জাতিকে পথ নির্দেশনা দেন না।' অর্থাৎ উল্লেখিত আটটি বিষয়ের চেয়ে আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা অগ্রগণ্য।

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের বিষয় আসে, তা রক্তের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি বড়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের যদি ক্ষতি হয়, তবুও। কেউ যদি ধনী বা দরিদ্র হয় তাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ।' - সূরা নিসা : আয়াত-১৩৫

অর্থাৎ, যদি আপনি 'শাহাদাত' স্বরূপ, আল্লাহকে সাক্ষী মেনে ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে দৃঢ় থাকেন, এতে যদি আপনার নিজের, বাবা-মার বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও চলে যায়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ও সবাইকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ যখন ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আসে, যখন সত্যের প্রশ্ন আসে, সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচার রক্তের সম্পর্কের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পায়। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব অন্যান্য সকল ভ্রাতৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বে– তথা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর ভিত্তিমূল হল এক স্রষ্টা, এক পরমেশ্বর, এক আল্লাহ তা'আলা-এর ওপর বিশ্বাস-এটিই সকল ধর্মের প্রচারের বিষয়বস্তু।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আর কুরআনে বর্ণিত আছে,

تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.

অর্থাৎ, 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার সাধারণ বিষয়ের প্রতি আস।' -সূরা ইমরান : আয়াত-৬৪ এ ক্ষেত্রে প্রথম সাধারণ বিষয় হল যে, أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ 'এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা না করা।' কেবল এক সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, বরং আপনাকে একমাত্র এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে হবে। আর যদি আপনি সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস ও উপাসনা করেন যিনি এক ও অদ্বিতীয় তবেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে। এক সৃষ্টিকর্তার প্রত্যয় ব্যতীত– 'ভ্রাতৃত্ব ও 'মানবতা' সমগ্র বিশ্বে বিরাজ করবে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে,

'তোমরা তাদেরকে গালিগালাজ করো না, কটুকটাক্ষ করো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে, পাছে তারা ধৃষ্টতা করে তাদের অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকেই মন্দ বলবে।' -সূরা আনআম :১০৮

আমি আমার আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে।

অর্থাৎ, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।' সূরা নিসা : আয়াত-১

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ডা. মুহাম্মদ প্রশ্ন ও উত্তর পর্বের জন্য ঘোষণা দিয়ে শ্রোতামণ্ডলী আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার জন্য এবং ডা. জাকির নায়েক ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, প্রায়োগিক যুক্তি এবং সন্দেহ স্বীকার ও দূরীকরণের সর্বোত্তম পন্থা প্রয়োগ করে যা তার কাছে রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বংশীয় ভ্রাতৃত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক ভ্রাতৃত্ব, রক্তের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, এসব প্রত্যয় 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'কে ব্যাহত করছে। কিন্তু আপনি 'কাফির' প্রত্যয় সম্পর্কে কিছুই আলোকপাত করেননি, যা আমি মনে করি বিশ্বের বুকে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিরাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক বিপত্তি।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি কি ভাইয়ের নামটি জানতে পারি যাতে উত্তমভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ঠিক আছে, তিনি হলেন ভিওয়ান্দি কলেজের অধ্যাপক নিগাদ।

অধ্যাপক সাহেব একটি প্রশ্ন করেন যে, আমি বিভিন্ন প্রত্যয় নিয়ে কথা বলেছি, যেমন আমি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রত্যয়কে ব্যাখ্যা করেছি এবং আমি রক্তীয় সম্পর্ক, বংশীয় বা গোত্রীয় ভ্রাতৃত্ব বা জাত-পাতের ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু আমি 'কাফির' প্রত্যয় নিয়ে কোন আলোকপাত করিনি যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর পথে প্রধান বাধা।

'কাফির' শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণা

ভাই, 'কাফির' এটি আরবী শব্দ যার উৎপত্তি 'কুফর' শব্দ থেকে। এর অর্থ লুকিয়ে রাখা বা গোপন করা। এর অন্য অর্থ হল, 'ঐ লোক যে ইসলামের সত্যকে গোপন বা প্রত্যাখ্যান করে।' আর যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে লুকায় তাকে বলে 'কাফির।' আর ইসলামের সত্যকে গোপন করা অর্থ হল, এক স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা। যে তা করে তাকে 'কাফির' বলা হয়।

ভ্রাতৃত্বের শতরূপ থাকতে পারে। যেমন– নির্দিষ্ট অঞ্চল ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব; যেমন হতে পারে তা ভারত, পাকিস্তান বা আমেরিকা– এসব ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব নয়, তথা একেশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া ভ্রাতৃত্ব নয়। আর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে অন্য যে কোন একটি বিষয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব বিশ্বনজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। যদি আপনি বলেন, 'কাফিরদের ভ্রাতৃত্ব'ও কি ব্যাহত করে? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই কাফিরদের ভ্রাতৃত্বও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। 'কাফির' শব্দের শাব্দিক অর্থ কি? অর্থ হল– যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে পরিত্যাগ বা অস্বীকার করে।

আমাকে কিছু অমুসলিম ভাই প্রশ্ন করে এবং একটি ক্যাসেটে প্রশ্নোত্তর পর্বে সে বলেছে যে, 'মুসলিমরা আমাদেরকে 'কাফির' বলে গালি দেয়? এবং মানুষ বলে এতে তাদের ব্যক্তিত্ব আহত হয়।' আমি বলি... 'দেখুন, 'কাফির' একটি আরবি শব্দ– যার অর্থ হল 'ঐ লোক যে ইসলামের সত্যকে গোপন করছে।' এটি একটি আরবি শব্দ। আমি যদি ঐ 'কাফির' প্রত্যয়টির (যে লোক ইসলামের সত্যকে গোপন করে) ইংরেজি অনুবাদ করি তবে তা হয় 'Non Muslim'। সুতরাং তাকে 'Kafir'ও বলা হয়। এটি (কাফির) কেবল ইংরেজি শব্দ 'Non Muslim'-এর অনুবাদ। তাই, যদি আপনি বলেন যে, একজন 'Non Muslim'কে 'Kafir' বলবেন না, তবে তা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং, কেউ যদি বলে, 'কেন আমাকে 'কাফির' বলছো? আমাকে 'কাফির' বলবে না'– আমি বলতে পারি : ...'আপনি ইসলামকে গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে 'কাফির' বলা বন্ধ করবো।' এটি কেবল ইংরেজি 'Non Muslim' এর আরবি প্রতিশব্দ। "আশা করি প্রশ্নের উত্তর যথার্থ হয়েছে।"

প্রশ্ন : আমার নাম এডভোকেট মাধব ফোদকে। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন যে, স্রষ্টা জীবন্ত, আকৃতি বিহীন ও নিরাকার। যেরূপ হিন্দু ধর্মেও বলা আছে। তাহলে, মুসলিমরা কেন হজ্জব্রত পালন করে? তারা সেখানে 'পবিত্র মাজার' এবং উপাসনা করে যেরূপ করে হিন্দুরা তাদের পূজা উপাসনা।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি খুবই ভাল প্রশ্ন উপস্থাপন করছেন যে, যদি ইসলামে পরমেশ্বরের কোন আকৃতি না থাকে, আল্লাহ তা'আলা এর কোন রূপাকৃতি যদি না থাকে, তাহলে হজ্জকালে মুসলিমরা কেন 'পবিত্র মাজার', 'কাবা' এর উপাসনা করে?

মুসলিমরা 'কাবা'র পূজা করে না; এটি কেবল কিবলা (প্রার্থনা দিক নির্দেশক)

ভাই, এটি একটি ভুল ধারণা। কোন মুসলিমই 'কাবা'-কে উপাসনা করে না। অমুসলিমদের মাঝে এটি একটি ভুল ধারণা যে, আমরা মুসলিমরা 'কাবা'' এর উপাসনা করি। কোন মুসলিমই কাবা-এর উপাসনা করে না। আমরা কেবল আল্লাহ তা'আলা এর উপাসনা করি। আর আল্লাহকে আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই না। আমরা কেবল 'কাবা'কে 'কিবলা' নির্ধারণ করি। 'কিবলা' আরবি শব্দ অর্থ– 'দিক'। 'কাবা' হল 'কিবলা'। কারণ আমরা মুসলিমরা সর্বদা একতায় বিশ্বাস করি। যেমন : যখন আমরা মহান আল্লাহ তা'আলা এর কাছে প্রার্থনা করি, যখন 'সালাত' আদায় করি, কেউ হয়তো বলে, 'চলো উত্তরমুখী হই, কেউ হয়তো বলে, 'চলো দক্ষিণে মুখ করি', কেউ বলে 'পূর্ব', কেউ বলে 'পশ্চিম'। আমরা কিসের অভিমুখী হই? আমরা 'একতা-তে বিশ্বাস করি। সুতরাং একতার জন্য সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে বলা হয় 'কিবলা' এর অভিমুখী হতে। অর্থাৎ 'কাবা' অভিমুখী হতে বলা হয়। এটি আমাদের 'দিক'। আমরা এর উপাসনা করি না।

পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেছেন মুসলমানগণ। আর যখন মুসলমানগণ পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছেন, তখন তারা দক্ষিণ প্রান্তকে এঁকেছেন উপরে, উত্তর প্রান্তকে এঁকেছেন নিচে। আর 'কাবা' ছিল মধ্যস্থানে। পশ্চিমাগণ আসলেন এবং মানচিত্রকে ঠিক উল্টে দিলেন, 'উত্তর প্রান্ত' কে দিলেন উপরে, 'দক্ষিণ প্রান্ত' নিচে। আলহামদুলিল্লাহ! এখনও 'কাবা মধ্যবর্তী স্থানে। 'মক্কা' মধ্যবর্তী স্থানে। আর যেহেতু 'মক্কা'র স্থান মধ্যবর্তী স্থানে, পৃথিবীর যে কোন স্থানের কোন মুসলিম যদি সে 'কাবা' এর উত্তরে অবস্থান করে সে দক্ষিণমুখী হয়; যদি সে 'কাবা' এর দক্ষিণে অবস্থান করে, সে উত্তরমুখী হয়। সমস্ত পৃথিবীর সকল মুসলিম, সবাই একটি 'দিক' এর সম্মুখীন হয়। 'কাবা' হল 'কিবলা'... এটা হল 'লক্ষ্যপথ' বা 'দিক'। কোন মুসলিমই একে উপাসনা করে না।

আর যখন আমরা হজ্জব্রতে যাই, তীর্থযাত্রায় যাই, আমরা 'কাবা'র চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি। আমরা 'কাবা'র চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি, কারণ প্রত্যেকেই জানে যে, সকল বৃত্তেরই একটি মাত্র কেন্দ্র থাকে। তাই আমরা 'কাবা'র চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি একটি প্রমাণ করার জন্য বা সাক্ষ্য দানের জন্য যে, স্রষ্টা কেবল একজনই। 'কাবা'কে উপাসনা করার জন্য নয়। আর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) এর বক্তব্য তিনি বলেন, 'আমি কৃষ্ণ পাথর চুম্বন করি– অর্থাৎ 'কাবা'তে "হাজরে আসওয়াদ" চুম্বন করি কেবল এজন্য যে, আমার মহানবী (সা) এটি চুম্বন করেছেন। তা না হলে, এই কৃষ্ণ পাথর না আমার কোন ক্ষতি করতে পারে, না আমার কোন কল্যাণ করতে পারে।' ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত উমর (রা) এটি চিরন্তন সত্য হিসেবে যথার্থ পরিষ্কার করেছেন যে, কোন মুসলিমই কৃষ্ণ পাথরকে উপাসনা করে না। এটি আমাদের না কোন উপকারে আসে, না কোন ক্ষতির কারণ।

আর এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলো মহানবী (সা) এর সময়কালে সাহাবাগণ, যারা মহানবীর (সা) সঙ্গীসহচর ছিলেন, কাবার উপরে দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছেন, সালাতের জন্য আহ্বান করেছিলেন। মানুষেরা 'কাবা' এর উপরে দাঁড়িয়েছিল ও আযান দিয়েছিল। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'কোন মূর্তি পূজারী পূজার সময় মূর্তির উপরে দাঁড়াবে?' সুতরাং এগুলো যথেষ্ট প্রমাণ যে, কোন মুসলিমই 'কাবা' এর উপাসনা করে না, 'কাবা' হল 'কিবলা', আর আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'আলা এর উপাসনা করি– যাকে আমরা চোখে দেখিনা।

প্রশ্ন : আমি ড. ভিয়াস, একজন চিকিৎসক। আমরা এখানে এসেছি 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর জ্ঞান নিতে। এখানে ইসলামে দীক্ষা নিতে আসিনি। আমি অনুরোধ করছি এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে; তা হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। আমি জানতে চাই যে, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও কি আমাদের ভাই আছে বা থাকতে পারে? যেমন ভারতে আমাদের ভাই আছে। আর এতে ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠছে। আর কিভাবে এই দেশের ভ্রাতৃত্ব গত একশত বছরে আমাদের দেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। একটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। তিনি বলেছেন, 'তিনি এখানে এসেছেন– 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে কিছু শুনতে। আর আমি যা বলেছি তা কেবল এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে। বিশ্বের অন্যান্য অংশেও তো আরও ভাই আছে। ভাই একজন ডাক্তার আলহামদুলিল্লাহ! যদি আপনি আমার আলোচনা শুনে থাকেন, যদি এতে আপনি মনোনিবেশ করেন, তবে দেখবেন আমি বলেছি, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি– যিনি বিশ্বের মালিক। 'রাব্বুল আলামীন'– বিশ্বের প্রভু, অর্থাৎ, এই বিশ্বের পাশাপাশি তিনি পুরো ভূমণ্ডলেরও প্রভু।'

"এরই মধ্যে তিনি বলেছেন, 'ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলুন। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বলতে কেবল এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না, বরং বিশ্বসমূহের তথা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রাতৃত্ব বুঝায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ.

অর্থাৎ, তাঁর আল্লাহ তা'আলা এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন।' -সূরা শূরা : আয়াত-২৯

এর অর্থ হল- কুরআন বলছে... 'এই পৃথিবী ব্যতীত আরও অন্য স্থানে জীবন্ত প্রাণীকুল রয়েছে।' বিজ্ঞান এতটুকু পর্যন্ত তার জ্ঞান প্রসারিত করতে পারেনি যা দ্বারা প্রমাণ করবে যে, এই পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ ও প্রাণী আছে। আপনারা জানেন যে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানীরা মহাকাশে রকেট ও স্যাটেলাইট পাঠিয়েছেন। এটি এখনও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান নয়। তারা বলছেন, ... 'খুব সম্ভব প্রাণ রয়েছে।' কিন্তু কুরআন বলছে, 'এই পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে' এবং আমি এতে বিশ্বাস করি। সুতরাং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বলতে এই বিশ্বের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না, বরং আপনার কথাই যথার্থ যে, এটি এমন এক ভ্রাতৃত্ব যা অন্যান্য বিশ্বের ভ্রাতৃত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এমনকি ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব ও সমস্ত পৃথিবী।

আপনি যদি আমার আলোচনা শুনে থাকেন, আমি আবার আমার পুরো আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, এই ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে হলে কিছু নৈতিক শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা : কোন লোকই অন্য লোককে অনৈতিকভাবে হত্যা করবে না, সে ডাকাতি করবে না, সে দান করবে, সে তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে, সে পরচর্চা করবে না, যখন সে ভরা পেটে ঘুমাতে যায় তখন তার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিবে, যদি প্রতিবেশী ভালো খায়ও। সে মদ গ্রহণ করবে না, কারণ মদ এ বিশ্বে 'ভ্রাতৃত্ব' সংবর্ধিত করছে তা নয় বরং সম্পূর্ণ পৃথিবী সংবর্ধিত করছে। খুব সম্ভব আপনি আমার আলোচনার কিয়দাংশের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেননি।

আমার আলোচনা, আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়টির উপরই কেন্দ্রীভূত ছিল- আর তা ভারত, আমেরিকা, সমস্ত পৃথিবী এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এটি কেবল তখন সম্ভব হবে যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, সকল মানব সত্তার স্রষ্টা, সকল প্রাণীকুলের স্রষ্টা- হোক তা ভারতীয়, মার্কিনী কিংবা এ পৃথিবীর বাইরের কোন প্রাণীর, একমাত্র এক পরমেশ্বর, যা সকল ধর্মেরই বিশ্বাস। আর সকল ধর্মই প্রধানত: এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসের বিষয়েই আলোচনা করে, যা আমার আলোচনায় বিস্তারিত এসেছে।

'স্রষ্টার ধারণা' বিষয়ে আরও সবিস্তারে জানতে আমি অন্য একটি আলোচনা দিয়েছি 'বিভিন্ন ধর্মসমূহে স্রষ্টার ধারণা' নামক বক্তৃতায়। সেখানে অন্যান্য ধর্ম যেমন-'শিখধর্ম', 'পারসিক ধর্ম' ইত্যাদি ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে।

প্রশ্ন : আমি সাবকাতুল মালানি, আমার মনে হয়, ডা. জাকির শব্দাবলী নিয়ে খেলছেন। এটি কেবল শব্দের ভোজবাজি বা কৌশল। ইসলাম পুরো বিশ্বের মানব গোষ্ঠীকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করেছে- এক হল 'মুমিন' অন্যটি হল 'কাফির'। নিঃসন্দেহে ইসলাম যা বলছে তার অনেক কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা নেই। সুতরাং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর ভ্রাতৃত্ব অসম্ভব বিষয়- যা ইসলাম আমাদের উপর নির্দেশনা

হিসেবে চাপিয়ে দিচ্ছে। ইসলাম কেবল বিভক্তিজনিত শক্তি সৃষ্টি করেছে– যেমন শিয়া, সুন্নী এবং এভাবে আরও সত্তর ধরনের উপদল ইসলামের মধ্যেই রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলাম 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' দিতে পারে না। এটি কেবল হিন্দু ধর্ম, যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' দিতে পারে– এই মাত্র আপনি যার উল্লেখ করেছেন ইসলাম গো হত্যা, কাফির হত্যা স্বীকার করে না। কাফিরদের সম্পত্তি, লুটতরাজ, নারী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম কথা বলেছে। কিভাবে ভ্রাতৃত্ব আসবে? আর আপনি 'ভ্রাতৃত্ব' নিয়ে কথা বলছেন– এটি কেবল শব্দাবলী ব্যবহারের কূটকৌশল ও ভোজবাজি। মূলত: আপনি ইসলামের নামে 'হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কেই বলছেন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, অনেক মন্তব্য করেছেন। আর ইসলাম বলছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আমি যদি ধৈর্য না ধরি, তবে এক্ষেত্রে আমার ও আমার এই ভাইয়ের সাথে দ্বন্দ্ব হবে। ইসলাম কুরআনে বর্ণিত আছে, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' (-সূরা বাকারা: আয়াত-১৫৩) আর আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে এখানে শ্রদ্ধা জানাই। তার সম্ভবত: 'হিন্দু ধর্ম' সম্পর্কে ভালো পড়া-শোনা থাকতে পারে। কিন্তু আমি দুঃখিত ইসলাম সম্পর্কে তাঁর পড়া-শোনা অনেকটা দুর্বল– আমি বলবো।

আমি তার সাথে একমত যে, ইসলামের পরিভাষায় দু'ধরনের মানুষ রয়েছে। এক হল বিশ্বাসী– 'মুমিন', অন্যটি হল তিনি বলেছেন 'কাফির', তাঁর মতে। প্রতিটি ধর্মেই দু'ধরনের মানুষ রয়েছে। এমনকি হিন্দু ধর্মেও। একটি হল 'হিন্দু' অন্যটি 'অহিন্দু'। খ্রীষ্ট দর্মে, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান। ইহূদী ধর্মে, একজন ইহূদী, অন্যজন অইহূদী। আর ইসলামে একজন মুসলিম, অন্যজন অমুসলিম। সুতরাং ইসলাম কোথায় ব্যতিক্রম?

আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছি না। আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি। যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত বক্তা, আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই– কারণ আমি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র। আমি 'বেদ' পড়েছি। আমি 'উপনিষদ' পড়েছি। 'বেদে'র বক্তব্যানুসারে, কেবল ছোট একটি মন্তব্য, এটা উদ্ধৃত আছে যে,... 'মানব জাতিকে পরমেশ্বরের চারটি অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে– মস্তক থেকে 'ব্রাহ্মণ', বক্ষদেশ থেকে 'ক্ষত্রিয়' ঊরু থেকে 'বৈশ্য'– এবং "পদযুগল" থেকে 'শূদ্র'– যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে বর্ণপ্রথা।

আমি এ বিষয়গুলো নিয়ে মন্তব্য করছি না, আমি আমার হিন্দু ভাইদের অনুভূতিতে আঘাত আসুক তা আমি চাই না। ইসলাম সেটা সমর্থনও করে না। আমি এ বিষয়গুলোতে মন্তব্য করিনি। আমি কোন ধর্মকে সমালোচনা করিনি। আমি বলিনি যে, এই ধর্ম সঠিক নয়। কিন্তু যদি আপনি 'বেদ' ভাল করে পড়ে থাকেন, আপনি দর্শকবৃন্দের কাছে তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়া উচিত। 'বেদ' কি বলেনি যে,... 'মাথা থেকে আপনি ব্রাহ্মণ পেয়েছেন, বক্ষদেশ থেকে 'ক্ষত্রিয়', ঊরু থেকে পেয়েছেন বৈশ্য' – বণিক শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, 'শূদ্র' ... শূদ্ররা নিপীড়িত বলেই বিবেচিত, কিছু বই আছে, লিখেছেন ড. আমবেদকার। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না, ভাই। 'হিন্দু ধর্ম' ... আমি খুব ভালোভাবেই পড়েছি। হিন্দু ধর্মের অনেক বিষয় আমি শ্রদ্ধা করি। কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত নই। আমাকে এভাবে বলতে হবে। কেননা আপনি বলতে বাধ্য করেছেন।... আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

অর্থাৎ, 'তোমরা তাদের গালিগালাজ করো না, কটূবাক্য করো না যাদের তারা আরাধনা করে, আল্লাহকে ব্যতীত। পাছে তারা ধৃষ্টতা করে তাদের অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকেই (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মন্দ বলবে।' (-সূরা আন'আম : আয়াত-১০৮) আমি যা বলছি, তা হল হিন্দু ধর্মের ভালো দিকগুলো, তা হল– তারা স্রষ্টার ধারণাতে বিশ্বাস করে।

আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে,... 'আপনার জানা মতে, মুসলিম... তারা লোক হত্যা করছে, গরু হত্যা করছে';... আপনি বলেছেন! ঠিক কী না? আপনি বলেছেন, দেখুন, প্রতিটি অভিযোগের একটি উত্তরের দাবি রাখে। সময় কম। আমি কেবল কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি। অন্য কেউ, আপনি সামনের কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি এখানে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করতে এসেছি। এখানেই আমার আনন্দ। কেবল আমি যদি ভুল ধারণাসমূহ পরিষ্কার করতে পারি, তবেই সকল ব্যক্তি ইসলাম ভাল বুঝতে পারবে। এ কারণেই, আমাদের আয়োজনে, আমাদের একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আছে এবং আমরা স্বাগত জানাই এবং যে কেউ আমাদের সমালোচনা করতে পারে। আমি এটি পছন্দ করি। যত বেশি একজন লোক সমালোচনা করবে তত তিনি যৌক্তিকভাবে তুষ্ট হবেন, ইসলামকে বেশি বুঝতে পারবেন। সে কারণে আমি তা করি। ইসলাম বলে, সত্যের বাণী হিকমতের সাথে (কৌশলে, যুক্তিপূর্ণভাবে) প্রচার কর। আল কুরআনে বর্ণিত আছে,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

অর্থাৎ, 'আপনার পালনকর্তার প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম এবং পছন্দযুক্ত পন্থায়।' -সূরা নহল : আয়াত-১২৫

'আমরা আমিষ খেতে পারি কী না' – এ বিষয়ে (আপনি) গো হত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলেছেন। আর অনেক অমুসলিম বলছে– 'আপনি জানেন, আপনারা মুসলিম, আপনারা সবাই পাষণ্ড মানুষ, আপনারা সবাই জীবহত্যা করেন।' কেবল আপনার অবগতির জন্য বলতে চাই, একজন মুসলমান পুরোপুরি উদ্ভিদ ভোজী হয়েও ভাল মুসলমান হতে পারে। এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, তাকে আমিষ ভোজী হতে হবে খাঁটি মুসলমান হবার জন্য। কিন্তু যেহেতু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, 'তোমরা গবাদি পশু ভক্ষণ করতে পার' 'কেন আমরা তা খাবো না? আল কুরআনে আরো বর্ণিত আছে–

অর্থাৎ, 'তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত।' -সূরা মায়িদা : আয়াত-১ আল কুরআনের অন্য সূরায় বর্ণিত আছে–

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ -

অর্থাৎ, 'চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে। আর অনেক উপকার রয়েছে, আর কিছু সংখ্যক তোমরা আহার্যে পরিণত কর।" -সূরা নহল : আয়াত-৫

আল-কুরআন অন্যত্র বর্ণিত আছে, فِي الْأَنْعَامِ ... وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 'চতুষ্পদ জন্তসমূহ... তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করতে পার।' -সূরা মুমিনুন : আয়াত-২১

আপনি জানেন আমিষ খাদ্য লৌহসমৃদ্ধ এবং এটি খুব পুষ্টিকর। এখানে উপস্থিত চিকিৎসকগণ এটি নিশ্চিত করতে পারেন। এমনকি, আমি নিজেও একজন মেডিক্যাল ডাক্তার। আমি তা জানি। আমিষ খাদ্যে যে মাত্রায়

প্রোটিন আপনি পাবেন, অন্যান্য খাদ্যে, অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যে আপনি সে মাত্রায় প্রোটিন পাবেন না। সয়াবিন, যা উদ্ভিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রোটিন খাদ্য বলে বিবেচিত, কোনভাবেই আমিষে প্রাপ্ত প্রোটিনের নিকটবর্তী নয়।

আর গরু হত্যার বিষয়ে, আপনি যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন, আপনি দেখবেন যে, সেগুলোতে একজন মানুষকে আমিষ খাওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমি এখানে কোন ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি; কিন্তু যেহেতু ভাই আমাকে একটি প্রশ্ন করেছেন, আমাকে সত্য বিষয় বলতে হবে। আপনি যদি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ পড়েন, দেখবেন, সাধু-সন্যাসীরা আমিষ ভক্ষণ করেছেন, তারা এমনকি গরু-মাংসও খেয়েছেন। তবে তা হয়েছে পরবর্তীতে, অন্যান্য ধর্মের প্রভাবের ফলে যেমন– জৈন ধর্ম, ইত্যাদি। মানুষেরা 'অহিংস' নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন– যা ছিলো 'জীবহত্যা পাপ', তারা এই নীতিকে জীবনের পথ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তা না হলে, ইসলাম প্রাণী অধিকারের পক্ষে।

কেবল 'পশু অধিকার' বিষয়েই আমি একটি আলোচনা পেশ করতে পারি। ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা যেখানে বলা হয়েছে, 'জীবজন্তুকে অতিরিক্ত বোঝা দিও না, তাদের সাথে সুন্দরভাবে আচরণ কর, তাদেরকে খাদ্য দাও– কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে, তাদেরকে খাদ্যে পরিণত করা যাবে।' আপনি যদি অন্যান্য ধর্ম পর্যালোচনা করেন যেখানে এই নীতিতে বিশ্বাস করা হয় ...'আপনার আমিষ খাওয়া ঠিক নয়'– এই নীতিটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ...'আপনার চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা উচিত নয়, কেননা তারা জীবন্ত প্রাণী। সেজন্য আমিষ ভক্ষণ একটি পাপ।' আমি তাদের সঙ্গে একমত। যদি এই পৃথিবীতে একটিও জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করে কোন মানুষ বাঁচতে পারতো, তাহলে এ বিষয়ে আমিই হতে চাইতাম প্রথম মানুষ।

হিন্দু ধর্মে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো যে, 'প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী হলো তোমার ভাই– প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী, হোক তা একটি চতুষ্পদ প্রাণী, কিংবা একটি পাখি বা হোক কোন একটি পোকা।' আমি একটি সহজ বিষয় জানতে চাই, 'কিভাবে একজন লোক তার অসংখ্য ভাইকে হত্যা না করে পাঁচ মিনিটও বেঁচে থাকবে?' যাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে, তারা বুঝতে পারবেন আমি যা বলছি। তা হলো, যখনই আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, তখন আপনি অসংখ্য জীবাণু টেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যাও করছেন। –অর্থাৎ এই ধর্মে, আপনি বেঁচে থাকার জন্য আপনার ভাইকে হত্যা করছেন। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো, প্রত্যেকটি লোকই আপনার ভাই। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব হলো যে, প্রত্যেক মুসলিমই ভাই। জীবন্ত সব সৃষ্টিই আপনার ভাই নয়, যদিও আমাদেরকে জীবন্ত সব সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে, তাদের ক্ষতি করা উচিত নয় এবং বিনা কারণে তাদেরকে আঘাত-অত্যাচার করা উচিত নয়।

সুতরাং যখন এই নীতি বলে যে,... 'আমিষ খাওয়া পাপ', কেননা আপনি জীবন্ত প্রাণী হত্যা করছেন, 'আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে যে, 'এমনকি গুল্মেরও প্রাণ আছে', – আপনার কি তা জানা আছে? এভাবে যে, 'জীবন্ত সৃষ্টি হত্যা করা পাপ এই যুক্তি ব্যর্থ হল। সুতরাং, এখন তারা যুক্তি পরিবর্তন করছে এবং তারা বলে 'দেখ, গুল্মের প্রাণ আছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করে না– তাই প্রাণী হত্যা করা গুল্ম হত্যা করার তুলনায় অধিক পাপ।' আপনারা জানেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, এমনকি গুল্মও ব্যথা অনুভব করে; তারা কাঁদতে পারে, এমনকি তারা সুখও অনুভব করে– সুতরাং 'গুল্ম ব্যথা অনুভব করে না' –এ যুক্তিও ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি কী! মানুষ তার কানে গুল্মের কান্না শুনতে পায় না; কারণ মানুষের কান

প্রতিটি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র পর্যন্ত শুনতে পায়। এই পরিসরে যে কোন বিষয়ই মানুষের কানে শোনা যায়– এর কম বা বেশি কোন কিছু মানুষের কানে শোনা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন পরিচালক কুকুরের বাঁশি বাজায়, আপনি জানেন যে কুকুরের জন্য এক জাতীয় বাঁশি আছে, এটাকে বলা হয় নীরব কুকুর বাঁশি। এই বাঁশিকে বাজালে এর তরঙ্গ হল সেকেণ্ডে ২০,০০০ চক্রের উপরে এবং ৪০,০০০ চক্রের নিচে। কুকুর প্রতি সেকেণ্ডে ৪০,০০০ চক্র তরঙ্গ ধ্বনি পর্যন্ত শুনতে পায়। তাই, যখন পরিচালক বাঁশিটি বাজায়, কুকুর তা শুনতে পায়, মানুষ তা শুনতে পায় না। এটাকে বলা হয় নীরব কুকুর বাঁশি।

অতএব, গুল্ম যে কাঁদে তার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। তথাপি সত্য হল তারাও কাঁদে এবং ব্যথা অনুভব করে। আমাদের এক ভাই সর্বোচ্চ যুক্তি দেখিয়ে আমাকে বলেন যে, 'ভাই জাকির, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে গুল্মের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে– কিন্তু আপনার জানা আছে, গুল্মের ২টি ইন্দ্রিয় কম আছে। তাদের মোট ৩টি ইন্দ্রিয় আছে, আর প্রাণীর আছে ৫টি ইন্দ্রিয়। সুতরাং, গুল্মের হত্যার তুলনায় প্রাণীর হত্যা মহাপাপ।'

আমি তাকে বললাম। 'ভাই, মনে করুন, আপনার একজন ছোট ভাই আছে, যে কালা ও বধির। দু'টি ইন্দ্রিয় কম। সে বড় হবার পর, যদি কোন লোক তাকে হত্যা করে, তখন কী আপনি আদালতে গিয়ে বলবেন, 'মহামান্য আদালত, খুনীকে একটু কম শাস্তি দিন, কেননা আমার ভাইয়ের দু'টি ইন্দ্রিয় কম ছিল?' আপনি কী তা বলবেন? বরং আপনি বলবেন, 'মাননীয় আদালত, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন, কেননা সে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।'

সুতরাং বিষয়টি দুই ইন্দ্রিয় বা তিন ইন্দ্রিয়– এভাবে যুক্তি দিয়ে ইসলামে চলে না। আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে, كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا অর্থাৎ, পৃথিবীতে তোমরা পবিত্র বস্তু--সামগ্রী আহার কর, -সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮ যেগুলো তোমাদেরকে আমি দিয়েছি। অর্থাৎ যা কিছু আইনসিদ্ধ, হালাল ও ভাল, তা আপনি খেতে পারেন এবং এই কারণে, যদি আপনি বিশ্বের গবাদি পশুকে বিশ্লেষণ করেন, (দেখবেন) আল্লাহ তা'আলা এর নিজস্ব পন্থা আছে, -মানবকুল বা অন্যান্য প্রাণীকুলের পুনর্জননের তুলনায় গবাদি পশুর পুনর্জনন অনেক বেশি দ্রুত; তারা অতি দ্রুত পুনরুৎপাদন করে থাকে। যদি আমি আপনার যুক্তির সাথে একমত হই যে, কোন মানুষেরই গবাদি পশু খাওয়া উচিত নয়, তবে সেক্ষেত্রে বিশ্বে গবাদি পশুর অতিআধিক্য দেখা দেবে। আর গরু হত্যার বিষয়ে মাওলানা আবদুল করিম পারেখ লিখিত একটি বই আছে– Gauhatya- who is to blame' 'গো-হত্যা– কে দায়ী?'

এছাড়া, আপনি যদি চামড়া তথা গরুর চামড়ার ব্যবসায়ীদের দিক পর্যালোচনা করেন, আপনি দেখবেন এ ব্যবসায় মুসলমান ব্যবসায়ীর চেয়ে অমুসলিম ব্যবসায়ী বেশি। জৈন ধর্মাবলম্বীরা চামড়া ব্যবসায় বেশি জড়িত। সুতরাং কেবল মুসলমান ব্যক্তিরা গরু জবাই থেকে সুবিধাভোগী তা নয়, বরং সুবিধা ভোগীদের অধিকাংশই অমুসলিম। তাই আপনি যদি ইতিহাস জানেন, আপনি যুক্তিও ভালো বুঝেন, তবে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে আল্লাহ বলেন, 'ভক্ষণ কর সেসব ভালো বস্তু থেকে যা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে।' –যদি আপনি খেতে পারেন, তবে তাতে সমস্যার কিছু নেই। আর সাথে সাথে, যদি আপনি লতাপাতা ভক্ষণ কারী প্রাণীকুল যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁতের গঠন পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখবেন, তারা কেবল শাক সবজি ও

লতা গুল্ম খায়, কারণ, তাদের দাঁতের গঠন হল সমতল ও চেপ্টা। যদি আপনি মাংসভোজী জন্তু যেমন সিংহ, বাঘ ও চিতা ইত্যাদির দাঁতের কাঠামো পর্যালোচনা করেন, দেখবেন তাদের সূঁচালো সূক্ষ্ম দাঁত। কারণ তারা কেবল আমিষ খাদ্য খায় যা মূলত: মাংস বিশেষ। অপর দিকে মানুষের দাঁতের গঠন আপনি পর্যালোচনা করেন, যদি আয়নার সামনে গিয়ে আপনার দাঁতের দিকে দৃষ্টি দেন, দেখবেন আপনার চেপ্টা ও সূঁচালো উভয় রকম দাঁত রয়েছে। যদি সৃষ্টিকর্তা চাইবেন যে আমরা কেবল সবজি খাবো তবে কেন তিনি আমাদের সূঁচালো তীক্ষ্ম দাঁত দিয়েছেন? কি জন্য? স্বাভাবিকভাবেই, তা দিয়েছেন আমিষ-মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যেই।

যদি আপনি লতা-গুল্মভোজী প্রাণী যেমন গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদির পরিপাক পদ্ধতি পর্যালোচনা করেন, দেখবেন, তাদের রয়েছে এমন এক হজম পদ্ধতি যা কেবল গুল্ম-লতা হজম করতে সক্ষম। আর মাংসভোজী প্রাণীকুল যেমন– সিংহ, বাঘ ও চিতা ইত্যাদি প্রাণী কেবল আমিষ– মাংস হজম করতে পারে। আর মানুষের পরিপাক আমিষ (মাংস) ও নিরামিষ (লতা পাতা গুল্ম) উভয় প্রকার খাদ্য হজম করতে সক্ষম। যদি সৃষ্টিকর্তা চাইবেন যে আমরা কেবল শাক সবজি খাবো তবে কেন তিনি আমাদেরকে এমন একটি পরিপাকতন্ত্র দেবেন যা আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্য হজম করতে পারে? তাই, বিজ্ঞানসম্মতভাবে, যদি আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, এটি পরিষ্কার হবে যে, সৃষ্টিকর্তা চান আমরা আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্য গ্রহণ করি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে। যদি আপনার কোন জিজ্ঞাসা থাকে, আর কোন ভুল ধারণা থাকে ভাই, আমি উত্তর দিতে আনন্দ বোধ করবো। এক সাথে একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যাতে অন্যান্যদের উত্তর দিয়ে আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে।

প্রশ্ন ঃ (হিন্দীতে) : নেহি বুরা হাই বেদ আওর শাস্ত্র, নেহি কুরআন বুরা হাই। বীনা সামঝি বাতি, আওর বি সামঝা ভিক্ষা বুরা হাই; সামঝো তুম আপনি বাতাও, আওর সাব্‌কা ধ্যান বুরা হাই; আপনে আপনে হিসাব সে সুঁচো, কি উস্ উক্কা প্রভু কা সামান নেহী বুরা হাই। আওর ইনিভার্সেল ব্রাদারহুড কী পাহলে সে, যাহা ভি কোই বাতি হোনে চাহিয়ে ওহা পার মাযহাব কি কোই বাত নেহী হোনি চাহিয়ে। মাযহাব সে উপার উঠ্‌কার বাত হোনি চাহিয়ে, কোয়েন কি মাযহাব সে উপার উটনা হি উস্ আল্লাহ্ তা'লা কো পানা হাই– উস্ পারমাত্মা কোন পানাহ্ হাই– আর পাহলা **God** কা মীনিং সামঝো কি **God** কা মীনিং কিয়া হাই। **God, Godes** কুছ নেহী হোতা হাই। **G-O-D** অর্থাৎ অতিমানবিক শক্তি যা আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ঐ প্রকৃতির তিনটি অংশ রয়েছে।

G-O-D অর্থাৎ G হল Generator (সৃষ্টিকর্তা) এবং o হল operator (পরিচালক) এবং D হল Destroyer (ধ্বংসকারী)। প্রকৃতি আমাদেরকে সৃষ্টি করছে, প্রকৃতি আমাদেরকে পরিচালনা করছে এবং প্রকৃতি আমাদেরকে ধ্বংস করছেন। আমরা সৃষ্টি হচ্ছি, আমরা পরিচালিত হচ্ছি এবং আমরা ধ্বংস হচ্ছি। ইস্ মে Godes আওর God কা মীনিং কুছ ভি নাহি হাই; আওর God কা আস্‌লি মীনিং কুছ ভি নেহী হাই। পরমেশ্বর গড় সে উপার হাই।

অর্থাৎ– বেদ আর শাস্ত্র খারাপ না। কুরআনও খারাপ না। না বুঝে কথা বলা আর তর্ক করাটাই খারাপ। সব মানুষ মনে করে যে অন্য সবাই ভুল করছে। নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। আপনার ঈশ্বর কখনো খারাপ হতে পারে না। তাই সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের মধ্যে যে কথাগুলো হবে সেগুলোতে যেন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির না থাকে। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির উপরে উঠে কথা বলতে হবে। কারণ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি উপরে

উঠলেই সে আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়া যাবে। পরমাত্মাকে পাওয়া যাবে। আগে গড শব্দটার অর্থ বুঝেন। গড এর অর্থ কি? গড– গডেস এসব কিছুই নেই। জি ও ডি যে সুপার পাওয়ার এই প্রকৃতিকে কন্ট্রোল করছে। আর এই প্রকৃতির তিনটা অংশ আছে। জি-দিয়ে জেনারেটর, ও-দিয়ে অপারেটর, ডি-দিয়ে ডিস্ট্রয়ার এই প্রকৃতি আমাদের তৈরি করছে। প্রকৃতিই আমাদের চালাচ্ছে। প্রকৃতিই আমাদের ধ্বংস করছে। আমাদের তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের চালানো হচ্ছে। তারপর ধ্বংস করা হচ্ছে। গড বা গডেসের অন্য কোনো অর্থ নেই। আর গড শব্দটার এছাড়া কোনো অর্থ নেই। আল্লাহ তায়ালা এই গডের উপরে। সৃষ্টিকর্তা এই গডের উপরে। পরওয়ারদিগার গডের উপরে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই আমার বক্তৃতাকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, কোন দেবতা বা স্ত্রী দেবতা নেই– যা আমি বক্তৃতায় তুলে ধরেছি। তিনি হিন্দি ভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যাতে করে যারা ইংরেজি বুঝেন না তারা বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। তিনি ভালো ব্যাখ্যা করেছেন যে, দেবতা বলে কিছু নেই, স্ত্রী দেবতা বলেও কিছু নেই। 'আল্লাহ তা'আলা' হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আমি তার সাথে একমত এবং তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্ম বিভিন্ন হওয়া উচিত নয়। আমি আপনার সাথে একমত যে, বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত নয়। কেননা, আল কুরআন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন– إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হল ইসলাম।' -সূরা আলে ইমরান : আয়াত : ১৯ আর ইসলামকে যিনি ধারণ করেন, তিনি মুসলিম। অর্থাৎ মুসলিম ঐ ব্যক্তি যিনি তাঁর ইচ্ছাকে আল্লাহর তরে সোপর্দ করেন। আর ভাই আমি আপনার সাথে একমত যে, যদি আপনি ধর্মের বিষয়ে আপনার সাথেই যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব করেন তবে তো পার্থক্য তৈরী হতে বাধ্য, যদিও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভাই আরও কিছু বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যেমন– 'শিয়া' ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধর্ম এবং তিয়াত্তরটি 'ফিরকা' সম্পর্কে। আমি বিষয়টির উত্তর দিতে পারি। কিন্তু তার জন্য সময় ব্যয় হবে। যদি আপনি এর উত্তর জানতে চান আইন আলোচনার প্রস্তাব দিতে পারেন, আমি তার উত্তরও আপনাকে দিতে পারবো। কেন... বিভিন্ন 'ফিরকা' ইত্যাদি বিষয় বলা হয়। কিন্তু ভাই যথার্থই বলেছেন যে, কেবল একটি ধর্ম থাকা উচিত, একটি জীবন পন্থা– আর তাহল আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর নিকট সমর্পণ করা। যদি আপনি এতে বিশ্বাসী হন, তবে তাই হবে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। যদি তাতে বিশ্বাসী না হন, তবে সেক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : জাকির ভাই, আমার অতি সহজ একটি প্রশ্ন আছে। আমি অধ্যাপক **Devery** আমি কোন ধর্ম অধ্যয়ন করিনি, আর আমি কোন ধর্মে বিশ্বাসও করি না। আর আমার সহজ প্রশ্নটি হল– আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত? কারণ, আপনার বক্তৃতায় আপনি বলেছেন, 'আল্লাহ-পরমেশ্বর এই পৃথিবীর সকল মানুষকে (পুরুষ ও নারী) সৃষ্টি করেছেন– এবং তিনি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে ও অঞ্চলে ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছেন। যাতে করে তারা একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে বা যুদ্ধে লিপ্ত না হয় এবং যেন তারা একে অপরকে বুঝতে পারে। আপনি কি দয়া করে আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবেন ক্রুসেডের উদ্দেশ্য কি এবং আপনি কি দয়া করে আমার কাছে আপনার নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা

করবেন যে, 'হিন্দু ধর্ম' ও 'ইসলাম ধর্ম' এর পার্থক্য? আপনি বলেছেন যে, এটি Hinduism (হিন্দুধর্ম) আর এটি Islam Religion (ইসলাম ধর্ম)। আপনি কখনোই বলেননি যে, Hindusim একটি ধর্ম। Hinduism ও Islam Religion এর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, সকল বস্তুই দেবতা God। আর মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে সকল বস্তুই দেবতার। যদি সকল বিষয় দেবতারই হবে তবে ভারতে বা বিশ্বের অন্যান্য অংশে, এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও কেন এত খুনোখুনি? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই অতি ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, সৃষ্টিকর্তা মানবকুলকে একটি একক জোড়া– নর-ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। ভাই, কখনো আমি বলিনি যে, পরমেশ্বর মানুষকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। এই বক্তৃতা রেকর্ড করা হচ্ছে– আমি কখনো বলিনি 'বিভিন্ন ধর্ম'। আমি বলেছি, 'বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণে বিভক্ত', ধর্মে নয়।' আল্লাহ বলেন, 'ধর্ম কেবল একটিই'। পরমেশ্বর মানুষকে কখনো বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেননি। 'ধর্ম কেবল একটিই।' –বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ভাষার ভিন্নতা এনেছেন এজন্য যে যাতে তারা একে অপরকে চিনতে, জানতে পারে। এটা ঠিক যে, অমুক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন বর্ণ, নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। এটি হল regian (অঞ্চল), religion (ধর্ম) নয়। তাই আপনার বক্তব্য সঠিক নয়। অন্যান্য বিষয়াদি সুন্দর যা আপনি বলেছেন, যেমন– বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র জাত বর্ণ, বহুধাবিভক্ত জাতিসত্তা,, আমি এসবের সাথে একমত এবং এগুলো ভিন্ন করা হয়েছে যাতে তারা একে অন্যকে চিনতে পারে। এজন্য নয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

আপনি বলেছেন যে, আমি কখনো বলিনি যে, Hinduism একটি ধর্ম। আমি আবার আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি বলেছি, Oxfordictionary -এর মতে, ধর্ম হল পরমেশ্বরে বিশ্বাস। Hinduism-কে বুঝতে হলে, হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হলে আপনাকে 'স্রষ্টা' প্রত্যয়টি বুঝতে হবে। ইহুদী ধর্মকে বুঝতে হলে ইহুদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা বুঝতে হবে। খ্রীষ্টবাদকে বুঝতে হলে আপনাকে খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা জানতে হবে। একইভাবে ইসলামের ব্যাপারে বুঝতে হলে ইসলামে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। এটিই আমি বলেছি।

আর ধর্মের মধ্যকার বিভিন্নতার বিষয়ে... কে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে? সৃষ্টিকর্তা নয়। আল্লাহ আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ -

'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।' -সূরা আন'আম : আয়াত-১৫৯

আপনি ধর্মকে বিভক্ত করতে পারেন না। যে ব্যক্তি এটিকে বিভক্ত করে, সে ভ্রান্ত পথে রয়েছে। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'মানুষেরা একে অন্যকে হত্যা করছে কেন?' সেটি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ধরুন, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি ছাত্রদেরকে বললেন, 'নকল করো না'। তারপরও তারা নকল করছে, তখন কে দায়? শিক্ষক নাকি ছাত্র? নিশ্চয়ই ছাত্র। এখানে পরমেশ্বর মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন

যে তুমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করতে পার। তিনি একটি পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশনা। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত অহী– মাহিমান্বিত কুরআন। 'করণীয়'ও 'নিষেধাজ্ঞা' এতে বিবৃত হয়েছে।

আর আল্লাহ্ কুরআনে এরশাদ করেছেন এবং আমি আমার বক্তৃতায় তা উল্লেখ করেছি।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

'কোন লোক যদি কোন মানুষকে হত্যা করে (হতে পারে সে মুসলিম বা অমুসলিম, হতে পারে সে হিন্দু, ইহূদী-খ্রীষ্টান, শিখ, যে কোন লোক) যদি না তা হয় কোন খুনের বিনিময়ে বা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করার কারণে, তাহলে সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকে রক্ষা করে যেন সে পুরো মানব জাতিকেই রক্ষা করলো।" -সূরা মায়িদা : আয়াত-৩২

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা এটা ভালবাসেন না যে লোকেরা একে অপরকে হত্যা করে। কিন্তু লোক যদি তা না মানে, তবে কে দায়ী? নিঃসন্দেহে, লোক। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

'যিনি (আল্লাহ) মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায়, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' -সূরা মুলক : আয়াত-২

মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে কর্মে ভাল-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি চাইলে পারতেন। আল কুরআন বলছে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, সকল ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করাতে পারতেন।' –কিন্তু তখন পরীক্ষার কী হতো? যদি শিক্ষক চান, সকল ছাত্রকেই পাশ করিয়ে দিতে পারেন– তারা ফেল করা সত্ত্বেও। শিক্ষক পারেন... কিন্তু তা হবে খারাপ। তখন ছাত্রের স্বাধীনতা থাকবে কোথায়? যদি তারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, তাতে যদি কোন ছাত্র ভুল উত্তর দেয়, তবুও যদি শিক্ষক তাকে পাশ করিয়ে দেন, তবে যে ছাত্রটি কঠোর পরিশ্রম করেছে, সে আপত্তি জানিয়ে বলবে, 'আমি পরীক্ষার জন্য অবিচলভাবে কঠোর পরিশ্রম করেছি। যে ছেলেটি পরীক্ষায় নকল করেছে এবং প্রতারণা করেছে, ভুল উত্তর লিখেছে এবং তথাপি সে পাশ করেছে।' সুতরাং যদি পরের ব্যাচের ছাত্ররা অনুভব করে যে, শিক্ষক মহাশয় প্রত্যেককেই পাশ করিয়ে দেন, সঠিক উত্তর ও ভুল উত্তর প্রদানকারী নির্বিশেষে, তাহলে প্রত্যেকেই লেখাপড়া বন্ধ করে দেবে। তখন আপনি হয়তো একটি ডিগ্রী পাবেন। একটি মেডিক্যাল ডিগ্রী। কিন্তু যখন সেই ডাক্তার মেডিক্যাল পাশ করবেন, তখন তিনি বেরিয়ে আসবেন লোকদেরকে হত্যা করবার জন্য, চিকিৎসা দেবার জন্য নয়।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে : 'হত্যা করো না, অন্যের ক্ষতি করো না, মানুষকে ভালোবাস, তোমরা প্রতিবেশিকে ভালোবাস।' –এসবই আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি, কিন্তু যদি লোকেরা তা না করে, এর অর্থ তারা কুরআনকে অনুসরণ করছে না– মনে করুন সে হতে পারে কোন একজন লোক বা কোন অঞ্চলের হতে পারে তা আমেরিকা, হতে পারে পাকিস্তান, হতে পারে তা পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষ। লোকেরা বলতে পারে, 'দেখুন, আপনি কেবল আপনাকে মুসলিম নামে– 'আবদুল্লাহ', জাকির, বা 'মুহাম্মদ' ডাকলেই 'জান্নাত' এর টিকেট পাবেন না। 'মুসলমান' কোন চিহ্নমাত্র নয়। এটি ঠিক, যদি

আমি বলি, 'আমি একজন মুসলিম'– আমি একজন মুসলমান। মুসলমান অর্থ ঐ ব্যক্তি যে তার স্বাধীন ইচ্ছা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর সমীপে সমর্পণ করে। কেবল একজন ব্যক্তিকে 'জাকির' 'আবদুল্লাহ' 'মুহাম্মদ' 'সাকির' ডেকে নয়, বরং এসব লোক– যদি তারা সঠিক কর্ম করে, যদি তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আল্লাহর কাছে সর্পণ করে তবেই তারা মুসলমান'। কুরআন বলছে... কিছু লোক আছে 'যারা আন্তরিকতাবিহীন মুখে মুখে মুসলমান।' অতএব, যদি লোকেরা খুনোখুনি করে, তারা আল কুরআনের নির্দেশনা মানছে না যদি তারা আল কুরআনের নির্দেশনা মানে, তাহলে বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজ করবে। আশা করছি, প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : (চলমান...) সুতরাং, জাকির ভাই, যদি কোন হিন্দু কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে যা কিনা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের বর্ণিত নীতিমালাসমূহের কাছাকাছি, তাহলে কি ঐ হিন্দু নিজেকে মুসলমান বলতে পারবে? অথবা বিপরীত পক্ষে, কোন মুসলিম কি নিজেকে 'হিন্দু' বলতে পারবে? কারণ আপনার বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'।

ভোগৌলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু, বিশ্বাসে নয়

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি অতি ভাল প্রশ্ন করেছেন। আপনি যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করেন, আমি তার উত্তর দিতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, কোন হিন্দু ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত নীতিমালা ও হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে কি 'মুসলমান' হতে পারবে এবং একজন 'মুসলমান' কে কি 'হিন্দু' বলা যাবে? ভালো কথা। চলুন, দেখা যাক 'মুসলিম' ও 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি। যা আমি বলেছি, 'মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে তার ইচ্ছা শক্তি আল্লাহ তা'আলা– কাছে সমর্পণ করেছে'। 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি। আপনি কি জানেন? হিন্দু হল ভৌগোলিক সংজ্ঞা, ভারতে বসবাসকারী, এই সিন্ধু সভ্যতার সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী যে কেউ হল 'হিন্দু'। সংজ্ঞানুসারে আমি একজন 'হিন্দু'। তা কি জানেন? হিন্দু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। আপনি যে কাউকে প্রশ্ন করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'হিন্দু একটি ভুল নাম'। ভৌগোলিকভাবে আমি একজন ভারতীয়, আমি ভৌগোলিকভাবে একজন হিন্দু। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, 'হিন্দু' নয়, তাদের ডাকা উচিত 'বেদান্তী'। এভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি ভৌগোলিকভাবে হিন্দু'? উত্তরে আমি বলবো, হ্যাঁ, আমি তাই। কিন্তু যদি আমার কাছে জানতে চান যে, 'আমি কি বেদের অনুসারী– বেদান্তী?' আমি বলবো, আল কুরআনের সাথে বেদের যে অংশগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ তার অনুসরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, যেমন– 'স্রষ্টা কেবল একজনই'। কিন্তু যদি আপনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণকে মস্তক থেকে সৃষ্টি করেছেন– এটি একটি ভিন্ন জাত যা শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়দেরকে বক্ষদেশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।' –এটি আমি বেদ থেকে উদ্ধৃত করলাম। যদি আপনি বেদে বিশ্বাস না করে সেটি আপনার ব্যাপার। কিন্তু এটি বেদ, যা আমি উল্লেখ করলাম। এখানে উপবিষ্ট বেদের পণ্ডিতদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন। আমি নই, বেদ বলছে, 'বৈশ্যকে উরু থেকে এবং শূদ্রকে পা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত নই যে, এগুলো সত্য। তাই, যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন 'আপনি কি বেদের এই দর্শন বিশ্বাস করেন?' আমি বলবো 'না'। এই দর্শনটি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : আপনার মতে, এই পৃথিবীতে বসবাসকারী যে কোন ব্যক্তিই কি হিন্দু?

হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে আমি হ্যাঁ বলবো। ভাই সঠিকভাবেই বলেছেন যে, কোন লোক যে ভারতে বসবাস করছে– সে একজন হিন্দু– কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কোন লোক যে আমেরিকাতে বসবাস করে সে আমেরিকান নাগরিক। সে একজন আমেরিকান।

শ্রোতা : প্রত্যেকেই এখানে হিন্দু। 'ইয়ে রিয়েল ব্রাদার হুড হাই'। (এটি হল সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব)।

ডা. জাকির নায়েক ঃ হ্যাঁ; ঠিক তাই। আমি আপনার সাথে একমত। ভৌগোলিকভাবে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক লোকই হিন্দু। তাই আপনার সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। ভৌগোলিক সংজ্ঞা মতে, আপনি যদি বলেন যে, ভারতে বসবাসকারী যে কেউ হিন্দু, সেটি সঠিক। যে কোন পণ্ডিত লোক এ বিষয়ে একমত হবে।

ভারতে বসবাসকারী যে কেউ একজন হিন্দু... ভৌগোলিকভাবে আমি একজন হিন্দু, কিন্তু যেহেতু আমি ভারতে বাস করি, আমি কি একজন মুসলমান হতে পারবো? হ্যাঁ।

শ্রোতা : দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ অবশ্যই। সুতরাং প্রশ্ন হলো একজন মুসলমান কি হিন্দু হতে পারে? হ্যাঁ, যদি সেই মুসলমান ভারতে বসবাস করে– সে একজন হিন্দু হতে পারে। কিন্তু যদি সেই কথিত হিন্দু ব্যক্তি যদি আমেরিকাতে বসবাস করে, তবে সে আর হিন্দু নয়।–আপনি কি তা জানেন? সে একজন মার্কিন। সুতরাং Hinduism কে বিশ্বজনীন ধর্ম বলা যায় না। পণ্ডিতবর্গের মতে, Hindu –এটি কেবল ভারতের ধর্ম। আসলে এটি ধর্মও নয়। এটি কেবল ভৌগালিক সংজ্ঞা। মহান পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের মতে, তিনি বলেছেন, Hindush is a Misname 'হিন্দু ধর্ম একটি ভ্রান্ত নাম'। আপনি Misname কি জানেন? Misname অর্থ হল– 'একটি ভুল নাম দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা উচিত Vedonist বেদান্তী'। তাই যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি হিন্দু কিনা, আমি বলবো, যদি 'হিন্দু' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ভারতে বাস করে, তবে সর্বোতভাবে আমিও একজন 'হিন্দু'। কিন্তু যদি আপনি বলেন, হিন্দু ঐ লোক, যে উপাসনা করে ঐ ব্যক্তির মত আপনি জানেন– যদি আপনি বিশ্বাস করেন অমুক দেবতা যারা আকার সমৃদ্ধ ইত্যাদি এবং দেবতার হাত-মাথা আছে ইত্যাদি, তাহলে আমি 'হিন্দু' নই।

অনুরূপভাবে কোন হিন্দু কি মুসলমান হতে পারে?' হ্যাঁ, একজন ভারতীয় মুসলমান হতে পারে। একজন হিন্দু মুসলমান হতে পারে। কিন্তু যদি ঐ ভারতীয় মূর্তি পূজা করে তবে সে মুসলমান হতে পারবে না। কেননা আল কুরআন বর্ণিত আছে,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ـ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোন শিরক এর পাপ, (তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব) ক্ষমা করবেন না। অন্যান্য পাপ, তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু শিরক এর কোন ক্ষমা নেই।' -সূরা নিসা : আয়াত-৪৮, ১১৬

সুতরাং একজন ভারতীয় তথা ভারতে বসবাসকারী লোক হলেন একজন 'ভৌগোলিক হিন্দু'... একজন মুসলিমও হতে পারেন, কিন্তু যদি সেই 'ভৌগোলিক হিন্দু' বা 'ভারতীয়' কোন ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা ভঙ্গ করে, যেমন– স্রষ্টার মৌলিক ধারণা, ... নবী মুহাম্মাদ (সা) এর উপর বিশ্বাস, তখন তিনি মুসলমান হতে পারবেন না। যে কোন মুসলমান যিনি আল কুরআন অনুসরণ করছেন এবং ভারতে বসবাস করছেন তিনি ভারতীয় মুসলিম। আশা করছি, এটি আপনার নিকট এখন অতি পরিষ্কার।

প্রশ্ন : কেন অধিকাংশ মুসলিম মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই মেহতা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্ন হল, 'কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও

সন্ত্রাসী'। আমি এর উত্তর দেব। উত্তরটি আপনার পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন, পছন্দ না হলে পরিত্যাগ করবেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ، قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ـ

অর্থাৎ, 'দীনের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই সত্য ও হেদায়াত, ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' -সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬

আমি আপনার কাছে সত্য আলোকপাত করছি, আপনার পছন্দ হলে আপনি গ্রহণ করুন... যদি আপনি পছন্দ না করেন, তা পরিত্যাগ করুন। কোন সমস্যা নেই।

সর্বপ্রথম, আমাদেরকে জানতে হবে, Fundamentalism শব্দের অর্থ কি Fundamentalism? (মৌলবাদী) হল ঐ লোক যে মৌলিক বিষয়াদি অনুসরণ করে। যেমন : একজন লোককে ভাল গণিতবিদ হতে হলে অবশ্যই গণিতের মৌলিক সূত্রগুলো জানতে হবে, অনুসরণ ও চর্চা করতে হবে। ভাল গণিতবিদ' হতে হলে তাকে গণিতের জগতে মৌলবাদী হতে হবে। ভালো বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে ঔষধের মৌল বিষয়ে জ্ঞানার্জন, অনুসরণ ও চর্চা করতে হবে। ভাল ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে ঔষধের জগতে মৌলবাদী হওয়া জরুরী।

আপনি একই ব্রাশ দিয়ে সব ধরনের মৌলবাদীকে চিহ্নিত করতে পারবেন না। আপনি বলতে পারবেন না, 'সকল মৌলবাদী মন্দ' বা 'সকল মৌলবাদী ভাল'। উপমা হিসেবে বলা যায়, আপনি একজন মৌলবাদ ডাকাত, ডাকাতির জগতে আপনি দক্ষ। কিন্তু আপনি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আপনি মানুষকে ডাকাতি করছেন এবং ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করছেন না, আপনি ভাল মানুষ নন। অন্যদিকে যদি আপনি একজন মৌলবাদী ডাক্তার হন, যদি ঔষধের মৌলিক বিষয়ের অনুসরণ ও চর্চা এবং মানুষের রোগ ভাল করেন, আপনি একজন ভাল মানুষ, আপনি মানুষকে সাহায্য করছেন। এখানে সব মৌলবাদীকে আপনি একই ব্রাশ দিয়ে অংকিত করতে পারবেন না।

'মুসলিমদের মৌলবাদী হওয়ার ব্যাপারে (বলেছি), আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান হতে পেরে গর্বিত। কারণ, আমি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি জানতে, অনুসরণ করতে এবং চর্চা করতে, সর্বাত্মক চেষ্টা করছি এবং প্রত্যেক মুসলিমেরই ভাল মুসলমান হতে হলে মৌলবাদী মুসলমান হওয়া উচিত। তা না হলে তিনি ভাল মুসলমান হতে পারবেন না। প্রত্যেক হিন্দুকেই ভাল হিন্দু হতে হলে মৌলবাদী হিন্দু হতে হবে। তা না হলে তিনি ভাল হিন্দু হতে পারবেন না। প্রত্যেক খৃষ্টানকে ভাল খৃষ্টান হতে হলে মৌলবাদী খৃষ্টান হতে হবে। নতুবা তিনি ভাল খৃষ্টান হতে পারবে না।

'মৌলবাদী মুসলমান ভাল কি মন্দ'– এ বিষয়টি একটি প্রশ্ন, আলোচনার বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের একটিও মৌল বিষয় নেই যা মানবতার বিরুদ্ধে যায়। এ পর্যন্ত, ভ্রান্ত ধারণাবশত: অনেক ভাই নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। আপনি ভাবতে পারেন, ইসলামের এই শিক্ষা সঠিক নয়। ভাই যেভাবে বলেছেন, 'গরুর মাংস খাওয়া ঠিক নয়' এবং তার উত্তর দিয়েছি। ভাই নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কে বলেছেন। আমি তার উত্তর দিয়েছি। তাই যে ব্যক্তির জ্ঞানে ঘাটতি আছে তিনি ভাবতে পারেন ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয় রয়েছে যা সঠিক নয়। কিন্তু যেকোন লোক, যার ইসলামের জ্ঞান আছে, বলবে যে ইসলামে এমন একটি শিক্ষা নেই যা মানবতা বা

সমাজের বিরুদ্ধে যায়। আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ করছি। কেবল এই সভাকে নয়, বরং পুরো বিশ্বকে যে, আমাকে দেখান ইসলামের এমন কোন শিক্ষা যা মানবতার মৌল বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে যায়।

কতিপয় ব্যক্তির খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে ইসলামের শিক্ষা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর জন্য, মানবতা সংবর্ধিত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। একটি শিক্ষাও নেই... যা মানবতাবিরোধী। আমি আবারও চ্যালেঞ্জ করছি ... উপস্থিত সভা থেকে যে কেউ; তারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমি ভুল ধারণা পরিষ্কার করবো, ইনশাআল্লাহ, যখন সময় আসবে।

যদি আপনি Webslir's Dictionary তে প্রদত্ত Fundamentalism এর সংজ্ঞা পড়ে থাকেন, সেখানে বলা আছে 'মৌলবাদ হল একটি আন্দোলন যা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের গোড়ার দিকে একদল খৃষ্টান কর্তৃক আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্টরা যারা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, 'কেবল বাইবেল নয় ... বাইবেলের শিক্ষাও স্রষ্টার বাণী কিন্তু বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর হল আক্ষরিক, স্রষ্টার বাণী।' সুতরাং Fundamentalism আমেরিকার একদল প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের বেলায় প্রথম ব্যবহৃত হয়। যারা প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, 'বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ স্রষ্টার বাণী'। যদি কোন মানুষ এটা প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ স্রষ্টার বাণী, তবে সেই আন্দোলন মহৎ। কিন্তু যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ স্রষ্টার বাণী নয়, তাহলে সেটি কোন ভাল আন্দোলন নয়।

যদি Fundamentalism শব্দের অর্থ কি তা Oxford Dictionary তে অনুসন্ধান করেন, আপনি দেখবেন Fundamentalism অর্থ 'কোন ধর্ম বিশেষত: ইসলামের পুরানো নিয়মগুলো দৃঢ়ভাবে মেনে চলা,' Oxford Dictionary তে তারা লিখেছেন,... 'বিশেষত: ইসলাম'। 'বিশেষত: ইসলাম' এ শব্দটি Fundamentalism তে সর্বশেষ সংকলনে সংকলিত। তার অর্থ হল, 'মৌলবাদী, শোনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আপনি ভেবে নেন একজন 'মুসলমান'। কেন? মিডিয়া জনগণকে ক্রমাগত প্রচার করছে যে, 'তুমি জান... যে, এই মুসলমান মৌলবাদী, তারা সন্ত্রাসী,' এভাবে যখন মৌলবাদীদের বিষয় আসে, তখনই জনগণ 'মুসলমান' দের কথা চিন্তা করে এবং 'সন্ত্রাসী' শব্দ ভাবতে শুরু করে।

আর lirrarist শব্দের অর্থ? 'ত্রাস সৃষ্টিকারী' হল ঐ ব্যক্তি যে ত্রাসের কারণ। কখনো কখনো শান্তির জন্য আপনাকে ত্রাস তৈরি করতে হতে পারে। যখন একজন ডাকাত পুলিশ দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ডাকাতের জন্য পুলিশ হল ত্রাস সৃষ্টিকারী। ঠিক না বেঠিক? আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিচ্ছি। তাই বেশি শব্দ নিয়ে খেলছি না। lirrarist হল ঐ ব্যক্তি যে ত্রাসের কারণ। তাই ডাকাতের জন্য, অপরাধীর জন্য, সমাজ বিরোধী উপাদানের জন্য পুলিশ ত্রাস সৃষ্টিকারী। এই প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক মুসলিমকেই lirrarist হওয়া উচিত।

কেননা, সমাজ বিরোধী উপাদানের জন্য, যখনই কোন সমাজ-বিরোধী উপাদান কোন মুসলমানকে দেখে সে ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কোন ডাকাত কোন মুসলমানকে দেখলে এস্ত হয়ে যায়; কোন ধর্ষক কোন মুসলমানকে দেখলেই আতংকিত হয়ে যায়। কিন্তু আমি একমত যে, lirrorist এমন একটি শব্দ যা সাধারণত: সাধারণ মানুষ বা নির্দোষ মানুষদেরকে সন্ত্রস্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ প্রেক্ষাপটে, কোন মুসলিমই ত্রাস সৃষ্টিকারী হওয়া উচিত।

আর আপনি যদি পর্যালোচনা করেন, দেখবেন, অনেক সময় একই লোকের একই কাজের জন্য দুটি ভিন্ন নাম বা চিহ্ন (লেবেল) এঁটে দেয়া হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনি জানেন বহু ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। বৃটিশদের ভারত শাসনের সময় ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেক ভারতীয় যুদ্ধ করেছিল। বৃটিশরা তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল দিয়েছিল। বলেছিল 'এই লোকগুলো বিদ্রোহী, ত্রাস সৃষ্টিকারী।' কিন্তু আমরা ভারতীয়রা ঐসব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ডাকি 'দেশপ্রেমিক'। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। একই ব্যক্তি, একই কার্যক্রম, অথচ ভিন্ন নামকরণ। বৃটিশরা তাদেরকে বলছে 'সন্ত্রাসী', আর ভারতের বাসিন্দারা তাদেরকে বলছে, 'দেশপ্রেমিক'– 'মুক্তিযোদ্ধা'। তাই কাউকে লেবেল বা চিহ্ন এঁটে দেয়ার আগে শুরুতেই আপনাকে ভাবতে হবে যে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে আপনি সমর্থন করেন। যদি আপনি বৃটিশদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হন যে, বৃটিশ সরকারের ভারত শাসনের অধিকার আছে, তাহলে তাদেরকে আপনি বলবেন 'সন্ত্রাসী'। কিন্তু যদি আপনি ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষ সমর্থন করেন যে, বৃটিশরা এসেছিল বাণিজ্য করতে এবং তারা অন্যায়ভাবে শাসন করা শুরু করেছে, তাহলে এসব লোককে আপনি বলবেন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

তাই, কোন লোককে লেবেল বা চিহ্ন এঁটে দেয়ার আগে আপনাকে পর্যালোচনা করতে হবে কোন মতের দিকে আপনি আছেন। একই লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, আমি বলবো, 'ইসলাম যেখানে আলোচনার বিষয়, প্রত্যেক মুসলিমই মৌলবাদী হতে পারে, কেননা, ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই 'মানবীয় মূল্যবোধ' এবং 'মানবতা' এবং 'বিশ্বজনীন ভ্রাতত্ব'-কে সংবর্ধিত করছে। আশা করছি, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্ন : ড. দিভারি, ভিওয়ান্দী কলেজ থেকে। আচ্ছা, প্রত্যেক ধর্মই জীবনের প্রধান বিজ্ঞান। কোনটিই বেঠিক নয়, ধর্মের মৌলনীতিসমূহ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু ঐসব নীতিমালাগুলোর গঠন অন্য রকম এবং তাদের প্রয়োজন বিভিন্ন। মূলত: যেখানে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, সেখানেই ধর্মের বাঁধন গড়ে উঠে। মূলত: আমি যা পেয়েছি তা বিবৃত করছি, (হিন্দি) কিন্তু মূলত: আমরা যা পাই, আমরা যা অনুভব করি, আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা তা হলো ধর্মের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে সর্বাধিক রক্তপাত হচ্ছে। সমস্যা বা ভুল কোথায়? –আমি বলতে চাই, এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? ধর্মের কারণে যে গণ্ডগোল বাঁধছে, ধর্মের নীতিমালাকে কিভাবে আপনি পুনর্যাচাই করবেন? নির্দিষ্ট এ বিষয়ে আপনি কি মত পোষণ করেন? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ অধ্যাপক মহাশয় ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন যে, সকল ধর্মই মূলত: ভাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত, এদের প্রয়োগ বিভিন্ন। তারা অত্যন্ত সুন্দর বিষয় শেখায়। কিন্তু বর্তমানে আপনি দেখছেন, পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে, কিভাবে আপনি এসবের সমাধান করবেন? এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রশ্ন –এর আংশিক উত্তর আমি আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। আমি বলেছি, ইসলাম যতটা বিবেচনা করে, আমাদের কোন লোককে হত্যা করা উচিত নয়। যেমন– আল কুরআনের সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। আপনি এটা কিভাবে দেখেন যে, আমরা সবাই একটি সাধারণ শর্তে আসতে পারি? কিভাবে আমরা পার্থক্যগুলো দূর করতে পারি? তাও আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি। সূরা ইমরানে বলা হয়েছে– تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ, 'আস একটি শর্তের দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাধারণ মিল রয়েছে।' (-সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৪)

মনে করুন, আপনার দশটি দাবী আছে, আমার আছে দশটি। এই দশটির মধ্যে পাঁচটি বিষয় একই এবং পাঁচটি বিষয় ভিন্ন। আমি অন্তত এক রকম পাঁচটি বিষয়ের সাথে একমত হতে পারি। পার্থক্যের বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা পরে বিবেচনা করতে পারি। কুরআন বলছে, 'তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার কমন (সাধারণ) বিষয়গুলোর প্রতি আস।' কোন বিষয়টি প্রথম? তা হলো 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করবো না।' 'আমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবো না।' আপনি যথার্থ বলেছেন, 'কিভাবে সমাধান করা যায়?' আমি সমাধানের পদ্ধতিও বলেছি। কিন্তু যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে হবে তা হলো, অনেক ব্যক্তি যারা ধর্মের অনুসরণ করে তারা অভিজ্ঞ নহে তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থে কি বলা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে সমস্যা। অনেক মুসলমান জানে না,, আল কুরআন, সহীহ-হাদীস কি বলছে; অনেক হিন্দু জানে না, হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে কি বলা আছে. অনেক খৃষ্টান ও ইহুদী জানে না বাইবেলে কি বলা হয়েছে। কে দায়ী? নিঃসন্দেহে অনুসারী।

সে কারণে, আমি ব্যক্তিদেরকে বলি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে। ভিন্নতার বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো, অন্তত: সাধারণ মিল বিষয়গুলোতে আসি। আমি অন্য একটি বক্তৃতায় 'ইসলাম ও খৃষ্টবাদের মধ্যকার সামঞ্জস্যতা' বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি বলেছি, 'যে বিষয়গুলোতে আমাদের অনৈক্য সে বিষয়ে আমরা পরে আসি'। অন্তত: তোমাদের বাইবেল ও আমাদের আল কুরআনে যা উল্লেখ আছে, তার মধ্যকার সাধারণ-মিল বিষয়গুলোতে চল আমরা একমত পোষণ করি। -তবেই যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব নিরসন হবে। আমি আমার এই বক্তৃতায় কি বলছি? আমি কি কখনো কোন ধর্মকে কটাক্ষ করেছি? যখন কয়েকজন ভাই কিছু নির্দিষ্ট বিষয় জানতে চেষ্টা করেছেন, তখন আমি উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছি। এজন্য আমাকে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে। আপনি ভিডিও ক্যাসেটে দেখবেন– আমি কোন ধর্মের কোন একটি পার্থক্যের বিষয়ে কখনো কোন কথা বলিনি। আমি কেবল সাধারণ মিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

পার্থক্য ও ভিন্নতা বিষয়ে, 'হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার ভিন্নতা' ও 'ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যকার ভিন্নতা' শিরোনামে আমি বক্তৃতা দিতে পারি। কারণ আমি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র। আমি, আলহামদুলিল্লাহ, ভিন্নতা ও পার্থক্য তুলে ধরে বিভিন্ন বিশ্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করতে পারি। প্রয়োজন হলে তা আমি উল্লেখ করতে পারি; যখন কোন লোক অনুষ্ঠানে সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু আমি আমার বক্তৃতায় কখনো তা ব্যবহার করিনি। সাধারণ ব্যক্তির জন্য তা কখনো আমি ব্যবহার করিনি। সাধারণ লোকদের আমি বলি 'আপনি আপনার ধর্মগ্রন্থ দেখুন, আপনি তাহলে আপনার ধর্মগ্রন্থের ও 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের' নিকটবর্তী হবেন। অন্তত প্রথমে এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করুন।

ইহুদী ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, শিখ ধর্ম বলছে, পারসিক ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি। ...'এক স্রষ্টায় বিশ্বাস কর এবং কেবল তার উপাসনা কর'। কেন আপনি অন্যান্য দেবতার উপাসনা করছেন? এ বিষয়টিতে আসুন... তারপর অন্যান্য বিষয়ে আসুন। যদি আপনি এই সাধারণ মিলের বিষয়ের সমস্যার সমাধান করতে পারেন, এমনকি দশটির মধ্যে তিনটি সাধারণ (কমন) বিষয় থাকে, অন্তত ঐ তিনটি বিষয়ে একমত হোন। তাই, যদি প্রথমেই আমরা মিল বিষয়গুলোর বিষয়ে একমত হতে পারি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায়, বিশ্বাস করুন, অধিকাংশ বিষয় মীমাংসা হয়ে যাবে, আর এটিই আমি এখন করছি।

আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি এবং অমুসলিম শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আলাপ করেছি এবং জেনেছি তাদের অধিকাংশই তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে প্রশ্ন করছে। এমনকি মুসলিমরাও তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত নয়। অতএব, আমি তাদেরকে আল কুরআন, হাদীস, বেদ, ও বাইবেল সম্পর্কে ধারণা দিই। আর যখন আমি উদ্ধৃতি দিই তখন আমি রেফারেন্স নম্বর দিই যেন কোন লোক বলতে না পারে– 'ওহ, জাকির প্রতারিত করছে।' আর যে ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি তার সবগুলোই 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (I R F) এ সংরক্ষিত আছে। আমাদের গ্রন্থাগারে বেদের বিভিন্ন অনুবাদ রয়েছে। আমাদের আছে অসংখ্য ধরনের বাইবেল– বাইবেলের ত্রিশটির বেশি ভার্সন। তাই যে ধর্মীয় উপদলেই আপনি থাকুন না কেন, হোক আপনি জেহোভা'স উইটনেস, বা প্রোটেসট্যান্ট বা ক্যাথোলিক– আমি তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলি। সুতরাং যদি আপনি বলেন যে, জাকির সঠিক নয়, তবে আপনাকে বলতে হবে যে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সঠিক নয়। আমি উদ্ধৃতি দিই... এবং আমার অধিকাংশ বক্তৃতা হল বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির সমাহার। আপনি যদি ঐসব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন, সেটি আপনার পছন্দ। যদি আপনি ভিন্নমত পোষণ করেন, আপনাকে ভিন্নমত পোষণে স্বাগত জানাই, কারণ, আল কুরআন বলছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সঠিক, ভ্রান্তি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।'

আমি আপনার সামনে হিন্দুবাদের সত্য সম্পর্কে তুলে ধরছি। আপনি যদি একমত পোষণ করেন... করুন, যদি আপনি এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন, ...তাও করতে পারেন। একটি সিম্পোজিয়ামে তৃতীয় বিষয়টি ছিল 'ইসলাম, হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা' বিষয়ে আলোচনা। লোকেরা এটিকে একটি বিতর্কও বলতে পারে। সেখানে ছিলেন কেরালা ও কালিকুট থেকে একজন হিন্দু পণ্ডিত, কালিকুটের একজন খৃষ্টান ফাদার আর আমি স্বয়ং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলাম। এটি ছিল সাড়ে চার ঘণ্টার এক দীর্ঘ বিতর্ক। হিন্দু ধর্মের ও খৃষ্ট ধর্মের প্রতিনিধিগণ ছিলেন বিজ্ঞজন। আমি কেবল একজন ছাত্র... আমি দর্শক শ্রোতার বিবেচনার জন্য আমার মতামত আলোকপাত করছি। আমি তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অধ্যায় ও বাণী নম্বরসহ উদ্ধৃতি দিয়ে সবধর্মের মধ্যকার 'মিল' বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি। মানুষকে একতাবদ্ধ করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তাদের মধ্যকার মিল বিষয়গুলোর প্রতি আহ্বান করা। অমিলের বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : আমার নাম রাজমাল হোদ্রা আমার প্রশ্ন হল, 'যদি ইসলাম শান্তি ধর্ম হয়, তবে কিভাবে তা তরবারির দ্বারা বিশ্বে ব্যাপকতা পেয়েছিল?

ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নটি ছিল... 'যদি ইসলাম শান্তির ধর্মই হবে, কিভাবে তা বিশ্বব্যাপী তরবারি দ্বারা বিকশিত হল? ইসলামের মূল প্রত্যয়গত শব্দ 'সালাম' –যার অর্থ 'শান্তি'। এর অন্য অর্থ 'আপনার ইচ্ছাকে পরমেশ্বর আল্লাহ তা'আলা-এর সমীপে সমর্পণ করা'। সংক্ষেপে, ইসলাম অর্থ 'আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা–এর সমীপে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।' কিন্তু আমি আগে যেরূপ বলেছি, বিশ্বের সব মানুষ বিশ্বের বুকে শান্তি বিরাজিত থাকুক তা চায় না। কতিপয় সমাজ বিরোধী উপাদান আছে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য শান্তি বিরাজ করুক তা চায় না। যেমন সমাজে কিছু ডাকাত শ্রেণীর অপরাধী ইত্যাদি থাকে, যদি শান্তি বিরাজ করে, তবে তাদের অসাধু কর্মকাণ্ড রহিত হয়ে যাবে। এজন্য কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান থাকুক তা চায় না। সুতরাং তাদের জন্য, পুলিশের প্রশাসন যেরূপ করে থাকে, শক্তি

প্রয়োগ করতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলাম শান্তির জন্য। কিন্তু সমাজবিরোধী উপাদানগুলোকে তাদের জন্য রক্ষিত জায়গায় রাখার জন্য মাঝে মাঝে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর 'ইসলাম তরবারি দ্বারা বিজয়ী হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে'। এই প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর দিয়েছেন Delay see always যিনি একজন অত্যন্ত স্বনামধন্য অমুসলিম ঐতিহাসিক। Islam and Cross Roads শীর্ষক বইয়ের ৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন... 'ইতিহাস এটি পরিষ্কার করেছে যে, বিজিত নৃগোষ্ঠীর উপর তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জোরপূর্বক ইসলামকে চাপিয়ে দিয়ে জগদ্বিখ্যাত ধর্মান্ধ মুসলিমরা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছেন– এটি হল চরম মজার অবাস্তব কল্পকাহিনী যা ঐতিহাসিকেরা কখনোই উল্লেখ করেননি।'

আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি– আমরা মুসলিমরা প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছি। পরবর্তীতে ক্রুসেডারগণ এসে মুসলিমদের তাড়িয়ে দিলেন। সেখানে এমন একজন মুসলিমও পাওয়া গেল না যে প্রকাশ্যে 'আযান' দিয়ে সালাতের জন্য আহ্বান করবে। আমরা কোন শক্তি প্রয়োগ করিনি। আপনি জানেন, আমরা মুসলিমরা আরবভূমি শাসন করেছি দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর। অল্প কয়েক বছরের জন্য বৃটিশরা এসেছিল, কিছু কালের জন্য ফরাসীরাও এসেছিল, কিন্তু আমরা মুসলিমরা আরবভূমি শাসন করেছি সব মিলিয়ে চৌদ্দশত বছর। আপনি কি জানেন আরবে আজ প্রায় ১৪ মিলিয়ন লোক, তার কতজন Caplic. Christian? Caplic. Christian অর্থ যারা বংশ পরম্পরায় খৃষ্টান। মুসলিমরা চাইলে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জোর খাটিয়ে প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। কিন্তু আমরা তা করিনি। ১৪ মিলিয়ন আরব, সেখানকার Caplic. Christian-রা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা জোরপূর্বক বিস্তৃত হয়নি। আপনার জানা আছে, ভারতবর্ষ শত শত বছর মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছে এবং আমরা তরবারি প্রয়োগ করিনি। যদি কতিপয় মানুষ ভুল করে থাকে, আপনি তাদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে তার জন্য ধর্মকে দায়ী করতে পারেন না। যদি কতিপয় লোক অনুসরণ না করে সেটি তাদের দোষ।

হিটলার ৬ মিলিয়ন ইহুদী নিধন করেছে বলে আপনি বলতে পারেন না যে, খৃষ্ট ধর্ম 'খারাপ'। যদি হিটলার ৬ মিলিয়ন ইহুদীকে নিধন করে, যদি ৬ মিলিয়ন ইহুদীকে পুড়িয়ে মারে, আপনি তার জন্য খৃষ্ট ধর্মকে দায়ী করতে পারেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা শত শত বছর ভারত শাসন করেছি। আমরা চাইলে তরবারির জোরে প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারতাম। আমরা তা করিনি। বর্তমানে ভারতের ৮০ শতাংশেরও বেশি অমুসলিম তার সাক্ষ্য (শাহাদাত) দেবে। আপনারা যে সকল অমুসলিম এখানে উপস্থিত আছেন তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও আমাদের ক্ষমতা ছিল, আমরা তা প্রয়োগ করিনি, যেহেতু ইসলাম তাতে বিশ্বাস করে না।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়াতে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি মুসলিম। কোন্ মুসলিম সৈন্য ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? যে মালয়েশিয়াতে পঞ্চাশ শতাংশ ব্যক্তি মুসলিম, কোন্ মুসলিম সৈন্য সেখানে গিয়েছিল? কোন্ মুসলিম সৈন্য গিয়েছিল আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে? কোন্ মুসলিম সৈন্য? কোন্ তরবারি? Thomas carlye তার Heros and Hero worshid গ্রন্থে এর উত্তরে লিখেছেন যে, 'আপনাকে সেই তরবারিটি পেতে হবে। স্বল্প ভাল তা করতে পারবে যে, সে এই তরবারি দ্বারা বিস্তৃত হবে। প্রত্যেক নতুন মতবাদই প্রথমদিকে একজনের মনে আরম্ভ হয়... পুরো বিশ্বের একজনের মনে, সকল মানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একজন মাত্র। এটি খুব কমই মঙ্গল করতে পারে যে,

তিনি একটি তরবারি তুললেন আর তা বিস্তার করে ফেললেন।' অর্থাৎ কেবল তরবারি উত্তোলন করেই ইসলাম বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে তা খুব কমই গ্রহণযোগ্য।

কোন তরবারি? এমনকি আমাদের কোন মনের তরবারিও থাকে, আমরা তা প্রয়োগ করতে পারি না। আল কুরআন বলছে, "ধর্মের বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই– সত্য ভুল থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।' (-সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৬) যে লোক আল্লাহ তা'আলা)-এর হাত দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং শয়তানকে এড়িয়ে চলবে সে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। 'যে লোক আল্লাহতে বিশ্বাস করে... আল্লাহ তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নেবেন। যে ব্যক্তি শয়তানে বিশ্বাস করে, শয়তান তাকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে।' কোন্ তরবারি? বুদ্ধির তরবারি। কুরআন বলছে, 'মানুষকে প্রভুর রাস্তার প্রতি আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দরতম আহ্বানে; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর সর্বোত্তম ও সুন্দরতম পন্থায়।' (সূরা নাহল : আয়াত-১২৫)

Plain Truth পত্রিকায় একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়েছে। এটি হলো Readers Digest A-I Manager Book 1986 -এর একটি প্রকাশনা। এখানে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে বিশ্বের ধর্মগুলোর বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এই ৫০ বছরে প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে এক নম্বর ধর্ম ছিল ইসলাম।

এটি ছিল দুইশত পঁয়ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি। আমার জিজ্ঞাসা 'কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৯৩৫ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে যা অসংখ্য অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছে? আপনি জানেন কি আজ আমেরিকাতে ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসরমান ধর্ম? কে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা মার্কিনীদেরকে ধর্মান্তরিত করেছে? আল কুরআন কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এর উত্তর দিয়েছে। আল কুরআন বলছে–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۔

'আল্লাহ তার বার্তাবাহক (নবী) কে প্রেরণ করেছেন সত্য ধর্ম ও পথ নির্দেশ সহকারে, যাতে করে তা অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপর, অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হতে পারে'। সূরা তাওবা : আয়াত-৩৩, -সূরা সাফ : আয়াত-৯, -সূরা ফাতহ ঃ আয়াত-২৮

আমি এই উত্তরটি শেষ করতে চাই Dr. Adam pierson এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি বলেন, 'মানুষেরা, যারা এই ভয় করে যে কোন একদিন আরবদের হাতে পারমানবিক অস্ত্র পৌঁছে যাবে, তারা এটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যে পৃথিবীতে উৎক্ষেপিত হয়েছে– তা পড়েছে ঐ দিন যেদিন নবী মুহাম্মাদ (সা) জন্মলাভ করেছেন।'

প্রশ্ন ঃ আমার নাম সুনীল আমার প্রশ্ন হল, 'ইসলাম যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রচার করছে, তখন কিভাবে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা হল, ইসলাম যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রচার করছে, তখন মুসলিমরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত? এর উত্তর আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۔

অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর রশিকে শক্তভবে আঁকড়ে ধর এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। সূরা-আলে ইমরান : আয়াত-১০৩ আল্লাহর রশি কোনটি? মহান আল কুরআনই হলো আল্লাহ তা'আলার রশি। এটি বলছে যে,

মুসলিমদের উচিত আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরা এবং কখনো বিভক্ত না হওয়া। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۔

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।" সূরা-আনআম : আয়াত-১৫৯ তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত (বিচার দিবসে) বলে দেবেন।' অর্থাৎ, ইসলামে যে কারো জন্যে কোনরূপ উপদলে বিভক্ত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি কিছু মুসলিমকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি?' কোন ব্যক্তি বলবে, 'আমি হানাফী' এবং কোন ব্যক্তি, 'আমি হাম্বলী'। আমাদের প্রিয় নবী (সা) কি ছিলেন? তিনি কি 'শ্যাফেঈ' ছিলেন? তিনি কি 'হাম্বলী' ছিলেন? তিনি কি 'মালিকী' ছিলেন। তিনি কি ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন মুসলিম।

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। –ঈসা (আ) মুসলিম ছিলেন, ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– ইবরাহীম (আ) একজন মুসলিম ছিলেন।

আল কুরআনে বলা হয়েছে –

অর্থাৎ, 'অতপর ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের কুফুরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষ্য থাক যে,, আমরা মুসলিম।'

(আলে ইমরান : আয়াত-৫২)

আল কুরআনে আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেছেন–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۔

অর্থাৎ, 'ইবরাহীম ইহুদী বা খৃষ্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন 'হানীফ' ও মুসলিম।' (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৬৭)

আর আমাদের প্রিয় নবী কি ছিলেন? তিনিও ছিলেন একজন মুসলিম।

আল কুরআনে আরোও বর্ণিত হয়েছে–

অর্থাৎ, 'তাঁর কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত (যারা স্বাধীন ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেছে। সূরা ফুস্‌সিলাত : আয়াত-৩৩) এভাবে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে, আপনি কে? আপনার বলা উচিত– 'আমি একজন মুসলিম'। আমার কোন আপত্তি নেই যদি কেউ বলে 'আমি নির্দিষ্ট কিছু রায়ে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করি যা দিয়েছেন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক (রহ) ও ইমাম হাম্বল (রহ)। আমি সকল মহান পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করি। যদি কেউ ইমাম শাফেঈ (রহ)-এর মত গ্রহণ করে, কখনো আবু হানিফা (রহ)-এর মত গ্রহণ করে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি এ প্রশ্ন করে তুমি কি?' উত্তরে আপনার বলা উচিত যে, আপনি একজন মুসলিম।

আর ভাই আগে যা দাবী করেছেন যে, কুরআন বলছে যে, তিয়াত্তরটি ধর্মীয় উপদল হবে। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা হল মহানবী (সা)-এর একটি বাণী– আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৫৭৯, সেখানে বলা আছে, 'ইসলাম ধর্ম তিয়াত্তরটি উপদলে বিভক্ত হবে।' কিন্তু যদি আপনি মহানবী (সা)-এর শব্দ চয়নের দিকে তাকান, তিনি বলেছেন, 'ধর্ম বিভক্ত হবে'। তিনি বলেননি 'আপনি ধর্মকে ভাগ করবেন'? তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, যদিও কুরআন বলেছে, 'বিভক্ত হয়ো না'– মুসলিমরা –বিভক্তি হবেই।

অন্য আরেকটি হাদীস যা তিরমিযীতে উল্লেখ আছে, হাদীস নং-১৭১। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন– 'ধর্মের তিয়াত্তরটি উপদল 'ফিরকা' আছে। তাদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলো জাহান্নামে যাবে।' তার সঙ্গী সাথী সাহাবীরা অবগত হতে চাইলেন, 'কোন্ উপদল?' নবী (সা) বললেন, 'ঐ পথ যাত্রী, যারা নবী ও সাহাবীদের রাস্তা অনুসরণ করে; ঐ পথ যাত্রী যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করে।' সুতরাং যে লোক কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করে সেই সত্য পথের উপর আছে। ইসলাম বিভাজনে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে সে একজন মুসলিম, আর ইসলাম ধর্মের বিভাজনের বিরুদ্ধে। তাই, আমাদের উচিৎ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ থাকা। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন : আমার নাম লক্ষণ দুকরাস গুরুজি, একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমার প্রশ্ন হল, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বৃদ্ধির জন্য ঠিক কি সমাধান? ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান না রাজনীতি, কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'-এর বিস্তৃতির জন্য কোনটি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত? এটি কি ধর্ম, নাকি সমাজবিজ্ঞান, নাকি রাজনীতি চর্চা? ভাই, এ পুরো বিষয়ের উপর আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছি। একই জিনিস আমার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমার উত্তর একই হবে। সকল ধর্মে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিস্তৃত হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, 'এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস ও কেবল তারই উপাসনা করা।' –এটিই হলো প্রধান অগ্রাধিকার। আমার বক্তৃতায় আমি এটি পুন:পুন: আলোচনা করেছি,, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরেও আমি এটি বারবার বলেছি। আর আবারও তা পুনরাবৃত্তি করছি। প্রধান অগ্রাধিকার সমাজবিজ্ঞান বা রাজনীতি নয়, এগুলো পরের বিষয়। রাজনীতি যে 'ভ্রাতৃত্ব' আলোচনা করে তা সীমিত, সমাজবিজ্ঞান... তাও খণ্ডিত। এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস– এটিই হলো 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। তিনি একজনই যিনি নর-নারী সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র সকল মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন। তাই, যদি আপনি এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস করেন এবং কেবল তারই উপাসনা করেন, তাহলে তাতে, কেবল তাতেই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে। আশা করছি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : "সকল ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়কেই প্রচার করে। তাহলে, একজন মানুষ যে কোন একটি ধর্মকে অনুসরণ করতে পারে"। এটা কি এক ও একই?

ডা. জাকির নায়েক ঃ যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা হল 'প্রত্যেক ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়াদি প্রচার করে। তাই আমরা যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ করতে পারি। এটি এক ও একই রকম। আমি তার সাথে প্রশ্নের প্রথমাংশ বিষয়ে একমত যে সকল ধর্মই প্রধানত: ভালো বিষয়াদি প্রচার করে। যেমন– প্রত্যেক ধর্মই উপদেশ দেয়– 'ডাকাতি করবে না, মহিলাদের নিগৃহীত করবে না, ব্যভিচার করবে না,'। হিন্দুধর্ম তা বলে, খৃষ্টধর্ম তা বলে, ইসলামও তা বলে। কিন্তু ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হল, ইসলাম ভালো বিষয়গুলো বলার

সাথে সাথে, আপনাকে ঐ ভালো বিষয়গুলো বাস্তবায়নের রাস্তাও দেখিয়ে দেয়। যেমন– সকল ধর্মেই 'ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলে, কিন্তু ইসলাম প্রায়োগিকভাবে কিভাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে তা চর্চা করবেন তা দেখিয়ে দেয়। যেমন– সালাত, হজ্জ ইত্যাদি। এভাবে ইসলাম তাত্ত্বিকভাবে বলার সাথে সাথে আপনার জীবনে তা চর্চার পথ নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দুধর্ম বলে, 'তুমি ডাকাতি করবে না'। খৃষ্টধর্ম বলে 'তুমি ডাকাতি করবে না', ইসলাম বলে, 'তুমি ডাকাতি করবে না।' ইসলাম আপনাকে দেখিয়ে দেবে ঐ অবস্থা অর্জনের পদ্ধতি– যেখানে লোকেরা ডাকাতি করবে না। ইসলামের 'যাকাত' ব্যবস্থা রয়েছে, তা হল, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যার 'নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিক সঞ্চয় আছে, অর্থাৎ যার আছে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ন্যূনপক্ষে, তাকে তাঁর সম্পদের ২.৫% প্রতি বছরে যাকাত হিসেবে দান করতে হবে। যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি এই দানটুকু করে, তবে এই বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যে মৃত্যুবরণ করবে এমন একজন মানুষও থাকবে না।

এরপর, আল-কুরআনে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۔

'যে নর বা নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর তরফ থেকে এটি তাদের জন্য হুঁশিয়ারি।' সূরা মায়িদা : আয়াত-৩৮

কতিপয় ব্যক্তি বলতে পারে, 'হাত কার্তন এই বিংশ শতকে অতি বেশি শাস্তি! তাই ইসলাম একটি বর্বর ধর্ম, এটি একটি অমানবিক আইন।' কিন্তু আমি জানি যে, ডাকাতি করে এমন অসংখ্য লোক রয়েছে। তাই যদি সকলের হাত কাটা হয়, কেবল তখনই অনেক লোক হাত হারাবে। কিন্তু এই আইনটি এত কঠোর যে, যখনই এটি বাস্তবায়িত হবে এবং যখন একজন লোক জানবে যে, ডাকাতি করলেই তার হাত কাটা যাবে, তৎক্ষণাৎ সে ডাকাতির মানসিকতা থেকে দূরে সরে আসবে।

আপনি জানেন, বর্তমানে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উন্নতি অগ্রগতির দেশ হিসেবে বিবেচিত আমেরিকা দুঃখজনকভাবে সর্বাধিক অপরাধ সংগঠনের দেশ, সর্বাধিক চুরি ও ডাকাতির দেশ। আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, 'যদি আমেরিকাতে ইসলামি শরী'আ বাস্তবায়ন করা হয়, এটি উপদেশ দেয়া হয় যে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে 'যাকাত' দিতে হবে, এবং তারপরও যদি কোন নারী বা পুরুষ ডাকাতি করে তার হাত কর্তিত হবে,' আমি জানতে চাই... 'তাহলে আমেরিকাতে ডাকাতি ও চুরির মাত্রা কি বাড়বে? 'এই পরিমাণ কি একই থাকবে না কি কমবে?' নিশ্চিতভাবে, এটি কমে যাবে, কেননা এটি একটি প্রায়োগিক বিধান। আপনি শরী'আ বাস্তবায়ন করুন এবং আপনি তখনই উপলব্ধি করতে পারবেন।

আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মই বলে, 'তুমি কোন মহিলাকে নিগৃহীত করো না, কোন মহিলাকে ব্যভিচার করো না।' হিন্দুধর্ম তা বলে, খৃষ্টধর্ম এটি বলে এবং ইসলামও একই কথা বলে। কিন্তু কিভাবে সেই অবস্থা অর্জন করা যাবে ইসলাম সে রাস্তা প্রদর্শন করে। ইসলাম 'হিজাব' (পর্দা) এর ব্যবস্থা বলে দেয় যেখানে কোন ব্যক্তি মহিলাকে ব্যভিচার বা নিগৃহীত করবে না। কোন লোক সাধারণত বলে 'হিজাব' কেবল

মহিলাদের জন্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত আল-কুরআনে প্রথমে পুরুষদের জন্য 'হিজাব' করতে বলেছেন। তারপর মহিলাদের জন্য।

আল-কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ـ

'বিশ্বাসী ব্যক্তিদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে।' সূরা আন নূর : আয়াত-৩০

যখনই কোন লোক কোন নারীর দিকে তাকায় এবং যখন কোন কু-চিন্তা মনে আসে বা যখন নির্লজ্জ কোন চিন্তা মাথায় আসে, তখন যেন তারা তাদের দৃষ্টি অবনত করে। আমার এক মুসলিম বন্ধু ছিল যে মহিলাদের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতো। আমি তাকে বললাম, 'ভাই, তুমি কি করছো? কোন মহিলাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইসলামে নিষিদ্ধ।' সে আমাকে বললো, আমাদের প্রিয় নবী (সা) বলেছেন যে, প্রথম দৃষ্টি অনুমোদিত। দ্বিতীয়– দৃষ্টিদান নিষিদ্ধ। আর আমি তো এখনো প্রথম দৃষ্টিপাতের অর্ধেকও শেষ করিনি। মহানবী (সা) তাঁর বাণী 'প্রথম দৃষ্টি অনুমোদিত, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ' দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি এটাতে বুঝাননি যে, আপনি কোন নারীর দিকে এক টানা বিশ মিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন। বরং মহানবী (সা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'যদি কোন নারীর দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনি দৃষ্টি দেন তবে দৃষ্টি নামিয়ে ফেলুন এবং পুনরায় তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকাবেন না। তার দিকে তৃপ্তি নিয়ে তাকাবেন না।' এটি মহানবী (সা) বুঝাতে চেয়েছেন।

পরবর্তী আয়াতে মহিলাদের 'হিজাব' সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত আছে,

'বিশ্বাসী রমণীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাঙ্গের রক্ষা করে। আর তারা যেন যা সাধারণভাবে প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র ...ছাড়া কাউকে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।' সূরা নূর : আয়াত-৩১

এছাড়াও মুহরিম, নিকটাত্মীয় যাদেরকে বিয়ে করা যায় না– তার একটা বড় তালিকা দেয়া হয়েছে। মূলত: 'হিজাব' এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমত:** সীমা। যা নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের জন্য সীমা হল তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ দেহ ঢাকতে হবে। কেবল তার মুখমণ্ডল, হাত কব্জি পর্যন্ত প্রদর্শিত হতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন... 'এমনকি উক্ত অঙ্গগুলোও আবৃত থাকা উচিত।' বাকী পাঁচ বৈশিষ্ট্য মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্য একই। **দ্বিতীয়ত:** পরিধেয় বস্ত্র যা তারা পরিধান করে, তা যেন এমন আটোসাটো না হয় যাতে দেহ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। **তৃতীয়ত:** পরিধেয় পোশাক এমন পাতলা না হওয়া যার ভেতর দিয়ে দেখা যায়। **চতুর্থত:** এটি এমন চাকচিক্যপূর্ণ হবে না যা বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। **পঞ্চমত:** এটি অবিশ্বাসীদের পোশাকের অনুরূপ হবে না এবং **ষষ্ঠত:** এটি বিপরীত লিঙ্গের পরিধেয় বস্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। কুরআন ও সহীহ হাদীসে 'হিজাব' এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

আল-কুরআন 'হিজাব' গ্রহণের কারণ উল্লেখ করে বলছে–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ -

'হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং এতে করে তারা নিগৃহীত হওয়া থেকে মুক্ত পাবে।' সূরা আহযাব ঃ আয়াত-৫৯

কুরআন বলছে, 'নারীদের জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেয়া হয়েছে যা তাদেরকে নিগৃহীত হওয়া থেকে মুক্ত করবে।' আর ইসলামী শরীয়াহ বলছে, 'যদি কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।' কোন লোক বলতে পারে যে, এই বিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুদণ্ড হল অমানবিক একটি আইন যেহেতু ইসলাম এ বিষয়ে প্রেরণা দেয়, তাই এটি বর্বর ধর্ম।

আপনি কি, শুনে থাকবেন বর্তমানে আমেরিকাতে, যাকে সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে বিবেচনা করা হয় ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি ঘটছে? পরিসংখ্যান মতে, বলা হয়েছে গড়ে প্রতিদিন উনিশ শতেরও বেশি মহিলা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ১.৩ মিনিটে ১ জন মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে। আমি যতক্ষণ এই অডিটরিয়ামে আছি, প্রায় আড়াই ঘন্টা– এসময়ে কতটি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? ...কতটি? একশরও বেশি। আমি একটি বিষয় জানতে চাই– 'যদি আমেরিকাতে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন মহিলার দিকে তাকায় সে তার দৃষ্টি অবনত রাখে, মহিলা 'হিজাব' দ্বারা যথাযথভাবে পোশাক পড়ে এবং তার পরও যদি কোন পুরুষ ধর্ষণে লিপ্ত হয়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'– আমি প্রশ্ন করছি, 'তবে কি ধর্ষণ বাড়বে? নাকি অপরিবর্তনীয় থাকবে, না কমে যাবে? নিশ্চয়ই তা কমে যাবে। কেননা এটি একটি প্রায়োগিক আইন। আপনি 'শরীয়াহ' বাস্তবায়ন করুন, তবেই আপনি ফল পাবেন।

আর এই প্রশ্নটি অমুসলিমদের করেছিলাম, 'মনে করুন কেউ একজন দুঃখজনকভাবে আপনার স্ত্রী বা আপনার মাকে ধর্ষণ করলো এবং আপনি বিচার দাবী করলেন, আর যদি ধর্ষককে আপনার সম্মুখে হাজির করা হয়, তাকে কী শাস্তি দেবেন?' বিশ্বাস করুন, তাদের সকলে বলেছিল, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কেউ কেউ আরও বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমরা তাকে শাস্তি দিতে দিতে মেরে ফেলবো।' সুতরাং কেন তাহলে এই দ্বিমুখনীতি? যখন কোন ব্যক্তি অন্য কারো স্ত্রীকে ধর্ষন করবে, তখন মৃত্যুদণ্ড হবে একটি বর্বর আইন, আর যখন কোন ব্যক্তি আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে, তখন আপনি তাকে দিতে চান মৃত্যুদণ্ড!! কেন এই দ্বিমুখিতা?

আর আপনি কি জানেন, ভারতে অপরাধ ব্যুরো-এর পরিসংখ্যান মতে, প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়। কত ঘটনা ঘটছে? প্রতি কয়েক মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা। আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যদি আপনি দশ দিন পূর্বের ২০ অক্টোবরের খবরের কাগজ দেখেন, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী L. K. Advani এর বক্তব্য, আপনি জানেন তিনি কি বলেছিলেন। এটি Times of India এর শিরোনাম ছিল। এই খবরে বলা হয়েছে...

'আদভানি তার বক্তব্যে ধর্ষণের কারণে মৃত্যুর বিষয় প্রস্তাব করেন এবং আইনের কিছু সংশোধন করার সুপারিশ করেন।' দশদিন পূর্বে ২০ অক্টোবর প্রস্তাবতে এটি শিরোনাম হয়েছিল। মঙ্গল বারে, ১৯৯৮ সালের ২৭ অক্টোবরের একদিন আগে, তিনি বলেছেন যে, ধর্ষকদের জন্য তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতে চান।

আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম যা ১৪০০ বছর আগে বলেছিল, আজ একই কথা বলছেন, আমি এজন্য তাকে স্বাগত জানাই। আমি এখানে কোন রাজনৈতিক দল প্রবর্তন করতে আসিনি। আমি রাজনীতিবিদ নই; কিন্তু কেউ যদি সত্য বলে, আমি তার প্রশংসা করি। আর যদি আপনি তা বাস্তবায়ন করেন, নিশ্চিতভাবে ধর্ষণের হার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হতে পারে, পরবর্তী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে ইসলামিক 'হিজাব' বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং আমরা আশা করি, ইনশাআল্লাহ, ধর্ষন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারা ইসলামের কাছাকাছি আসছেন। আমি এর প্রশংসা করি। কেননা এটি হল, 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার সাধারণ (কমন) বিষয়গুলোর প্রতি আস' –এ আয়াতের একটি উদাহরণ। জনাব এল, কে, আদভানী অনুভব করেছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি যথার্থই সুপারিশ করেছেন যে, আইন সংশোধন হওয়া উচিত এবং ধর্ষকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত শাস্তি। আর আমি এর পক্ষে। এর পক্ষ নেয়া আমিই প্রথম ভারতীয়। তাই যদি আপনি পর্যালোচনা করেন, দেখবেন, ভাল বিষয়গুলো বলার পাশাপাশি ইসলাম ঐসব ভাল অবস্থা অর্জনের রাস্তাও দেখিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি বলি যে, অন্যান্য ধর্ম নয়, বরং ইসলাম ভালো বিষয়গুলো অর্জনের নিয়মও বলে দিয়েছে। তাই যদি আমাকে যেকোন ধর্মের অনুসরণ করতে হয়, আমি ঐ ধর্মের অনুসরণ করবো যে ধর্ম ভাল বিষয় সম্পর্কে বলে এবং ঐসব ভালো বিষয় অর্জনের পদ্ধতিও দেখিয়ে দেয়।

সে জন্য আল-কুরআনে বর্ণিত আছে– إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ .

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা)-এর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হলো ইসলাম–(আল্লাহর সমীপে কারো ইচ্ছা সমর্পণ করা) (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯)

প্রশ্ন : আমার নাম মনোজ রাইচা। আমার প্রশ্ন হল 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর নামে আপনি ইসলামের প্রচারণা করছেন। আর তার ভিত্তিতে দয়া করে আপনি যখন 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ে কথা বলেন, তখন আপনার দৃষ্টিকোণ সংজ্ঞায়িত করুন। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' এর শিরোনাম আপনার উচিত সকলের ভ্রাতৃত্বকে গ্রহণ করা; হোক তা 'মুসলিম'– অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী বা অমুসলিম– আপনার ভাষায় 'কাফির' – যারা (ইসলামে) বিশ্বাস করে না। অন্যথায় এটাকে 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ব' বললে ঠিক হবে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে, 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র নামে আমি ইসলামকে সংবর্ধিত করছি। ধরুন, যদি আমি বলি, 'আপনি শ্রেষ্ঠ কাপড়টি চেনেন' ...আমি বাজারের শ্রেষ্ঠ কাপড়ের কথা বলছি।' আর মনে করুন, 'রায়মণ্ড' হল বাজারের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এখন এটা ঠিক যে, আমি 'রেমণ্ডস'কে সংবর্ধিত করছি। যাহোক, আমি 'রায়মণ্ড' থেকে কোন জামা তৈরি করিনি, এটি নিছক একটি উদাহরণ। আমি 'রায়মণ্ড' এর কোন ডিলারও নই। কিন্তু যদি আমি বলি যে, শ্রেষ্ঠ কাপড় হল 'রায়মণ্ড', আর আমার বক্তৃতা যদি উন্নত মানের কাপড়

সম্পর্কে হয়, তবে আমাকে তার ব্যাপারে বলতে হবে। মনে করুন 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কে?' এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিচ্ছি। যদি আমাকে XYZ? নামের কোন ব্যক্তির নাম নিতে হয় আর যদি তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হন, তবে আমি মূলত: তাকেই সংবর্ধিত করছি।

আমি আপনাদেরকে বলছি যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলে এবং তা অর্জনের উপায় নির্দেশ করে। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে'র নামে আমি মুসলিম ও অমুসলিম সকল ভাইকে নাকি কেবল মুসলিমদের ভাই বলছি? আপনার এ প্রশ্নের ব্যাপারে বলছি। ইসলামে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হল যে, সকল মানুষই আপনার ভাই, আর আমার বক্তৃতায় আমি এটি ভালভাবে স্পষ্ট করেছি। আমি কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিইনি। আমি খুব স্পষ্ট করে বলেছি– সম্ভবতঃ এটি ফসকে গেছে বা আপনি শুনতে পাননি। আমি আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। যেখানে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ .

'হে মানুষ সকল, আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও (এ জন্য নয় যে, তোমরা একে অপরের কুৎসা রটাবে) আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যার 'তাকওয়া' আছে, যে সত্যনিষ্ঠ, যার ধর্মানুরাগ আছে এবং যে খোদাভীরু।' -সূরা হুজরাত : আয়াত-১৩

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে' এ সকল মানুষ, যে ব্যক্তি ধর্মানুরাগ অর্জন করেছে, যে তাকওয়া ধর্মপরায়ণতা অর্জন করেছে, তারা হল এক। মনে করুন, আমার দুই ভাই আছে– একজন হল এই ভাইয়ের মত মেডিক্যাল ডাক্তার, যে রোগী দেখে ইত্যাদি এবং তাদেরকে সারিয়ে তোলে। আর অন্য ভাই হল মাতাল ও ধর্ষক। দু'জনই আমার ভাই– কে 'উত্তম ভাই'? স্বাভাবিকভাবেই ঐ ভাই যে ডাক্তার এবং মানুষের সেবা করে এবং যে সমাজের কোন ক্ষতি করে না। অন্যজনও আমার ভাই, কিন্তু সে আমার ভাল ভাই নয়। তদ্রূপ, সকল মানুষই আমার ভাই। কিন্তু যার 'তাকওয়া' আছে, যার ধর্মপরায়ণতা ও ধর্মভীরুতা আছে সেই আমার কাছের ভাই। যার ধার্মিকতা, সত্যনিষ্ঠতা ও স্রষ্টাভীরুতা আছে সেই আমার কাছের। এটা খুবই স্পষ্ট। আমি আমার বক্তৃতায় এটি বলেছি এবং আমি তা আবারও বলছি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম এই তিনটি ধর্মে, ভ্রাতৃত্বের জন্য কিছু ভাল বিষয় রয়েছে। আপনি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের ভ্রাতৃত্বকে ব্যাখ্যা করেননি।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই বলেছেন যে, আমি ইসলামের ভালো বিষয়গুলো বলেছি ... 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু আমি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে ভালো বিষয়গুলো বলিনি। আমি কিছু নির্দিষ্ট ভালো বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছি। আমি হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যকার 'ভ্রাতৃত্বে'র সব বিষয়গুলো বলিনি। কেননা লোকেরা এখানে সব বিষয় ধারণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। যে বিষয়গুলো আমি এখানে বলছি, ব্যক্তিরা তা হজম করতে পারবে না। তাই আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আমি খৃষ্ট ধর্ম জানি এবং আমি বাইবেল অধ্যয়ন করেছি। আমি হিন্দু

ধর্ম গ্রন্থগুলোও পড়েছি। যদি আমি এখানে সে সব বিষয়গুলো সম্পর্কে বলি, (তবে তা বিভেদ তৈরি করতে পারে) আর আমি এখানে কোন বিভেদ বা ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে চাই না। বরং আমি কেবল সকল ধর্মের মধ্যকার সাধারণ মিলের বিষয়গুলো সম্পর্কে বলছি।

আর আমি কোন মিল বিষয়গুলো বলছি? হিন্দু ধর্ম বলছে 'ডাকাতি করো না', খৃষ্ট ধর্ম বলছে, 'ডাকাতি করো না', 'কাউকে নিগৃহীত করো না' ধর্ষণ করো না'–। 'ভ্রাতৃত্ব' এর অন্যান্য বিষয়গুলো, আপনি জানেন, শুধু একটি নমুনা আপনাকে দিচ্ছি। যীশু খৃষ্ট (আ) বলেছেন, যা বর্ণিত আছে Gospel of Matthew অধ্যায় নং-১০, পংক্তি নং-৫-৬ এতে বলা হয়েছে– ... আমি অধ্যায় নং ও পংক্তি নম্বরও উদ্ধৃত করছি– এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই, তিনি তার শিষ্যদের বলেছেন 'তোমরা জেন্টাইলস (অইহূদী) দের পথে যেয়ো না, বরং ইসরাইলের ঘরের (গীর্জা) হারানো মেষের কাছে যাও।' কারা জেন্টাইলস? জেন্টাইলস হলো যারা ইহূদী নয় তথা হিন্দু, খৃষ্টান প্রমুখ।

'কখনো শুকরের সামনে মুক্তা রাখবে না।' ... তিনি আমাদেরকে বলছেন শুকর-আর আপনি চান আমি ঐ বিষয়গুলো বলি? যীশু খৃষ্ট বলেন, Gospel of Motthew অধ্যায় নং-১৫, পংক্তি নং-২৪, 'আমি ইসরাইলের ঘরের (গীর্জা) হারানো মেষ ভিন্ন কারো জন্য প্রেরিত হয়নি।' আমি অধ্যায় নং ও পংক্তি নং উদ্ধৃত করেছি। সুতরাং এর অর্থ হল ধর্ম কেবল ইহূদীদের জন্য, সারা বিশ্বের জন্য নয়।

অনেক ধর্মে সন্যাসবাদে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে হলে নিজেকে এই পৃথিবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। হিন্দু ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের মত প্রধান ধর্মগুলো বলে, 'স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে হলে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে হবে।' কিন্তু আল-কুরআনে বর্ণিত আছে–

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ـ

'আর সন্যাসবাদ (বৈরাগ্য), সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; এটা তাদের উপর আমি আবশ্যক করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা সঠিকভাবে এটা পালন করেনি।' সূরা হাদীদ : আয়াত-২৭]

অর্থাৎ 'এটা সন্ন্যাসবাদের বিরুদ্ধে।' ইসলামে সন্ন্যাসবাদ স্বীকৃত নয়।

মহানবী (সা) বলেন, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ 'বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই।' সহীহ বুখারী-৭, কিতাবুন নিকাহ এর অধ্যায়-৩, হাদীস নং-৪।

এটি বিবৃত হয়েছে। 'হে যুবকেরা যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, বিয়ে করা উচিত।' হাদীস এটি বলছে। যদি আমি এটা মেনে নিই যে, আপনি যদি এই বিশ্ব পরিত্যাগ করেন তবে আপনি নৈকট্য পাবেন, আর যদি আজ বিশ্বের সবাই পৃথিবী পরিত্যাগ করে নৈকট্য লাভের জন্য বৈরাগ্য গ্রহণ করে তবে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে ভূমন্ডলে একটি জীবিত মানুষও থাকবে না। যদি বিশ্বব্যাপী সকলে এ নীতি পালনে ব্রত হয়, তবে সেক্ষেত্রে

'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' কোথায় যাবে? সেজন্য ভাই, আমি বক্তৃতায় কেবল ভাল বিষয়গুলো আলোচনা করেছি– যদি না আপনি অন্যান্য ধর্মগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চান। এটিই আমার দায়িত্ব। আমাকে সত্য বলতে হবে! আল্লাহ বলেন–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

'যখন সত্য এসেছে, তখন মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত-৮১

সমাপনী বক্তব্য

ডা. জাকির নায়েকঃ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক উত্থাপিত শেষ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর অনুষ্ঠানের পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এডভোকেট প্রভাকর রাও হেজ'কে অনুরোধ করেন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেন। তারপর ডা. মুহাম্মদ জনাব কে. আর হিনগুরানীকে তার সভাপতির ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করে ভাষণ দেন। তারপর ডা. মুহাম্মদ মাওলানা আতাউল্লাহকে সমাপনী বক্তৃতা দিতে বলেন। 'আক্সা এডুকেশন সোসাইটি'-র নিকট থেকে মাওলানা আতাউল্লাহও বক্তা ডা. জাকির নায়েক, অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এ ধরনের সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য দোয়া করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠান সকল মানুষকে নিকটে আসতে এবং এর মধ্য দিয়ে বিরাজমান ভ্রান্ত ধারনার অবসান করতে সাহায্য করবে।